ভূমিকা

(১)

জয় গোস্বামী আধুনিক বাংলা কবিতায় একজন জনপ্রিয় কবি। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর জন্ম (১৯৫৪)। প্রথম কবিতা লেখেন তেরো বছর বয়সে। উনিশ বছর বয়সে প্রথম কবিতা ছাপা হয়। 'পদক্ষেপ', 'সীমান্ত সাহিত্য', হোমশিখা', 'দেশ' সহ একাধিক পত্রপত্রিকায় কবিতার ছাপার পর ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম কবিতা-সংকলন 'ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ'। এরপরে একে একে 'প্রত্নজীব' (১৯৭৮), 'আলেয়া হ্রদ' (১৯৮১), 'উন্মাদের পাঠক্রম' (১৯৮৬), 'ভুতুমভগবান' (১৯৮৮), 'ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা? (১৯৮৯), 'আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো' (১৯৯১), 'গোল্লা', 'পাগলী, তোমার সঙ্গে', 'বজ্রবিদ্যুৎ- ভর্তি খাতা' (১৯৯৫), 'পাখি, হুস্' (১৯৯৫), 'ওঃ! স্বপ্ন' (১৯৯৬), 'পাতার পোশাক' (১৯৯৭), 'বিষাদ' (১৯৯৮), 'মা নিষাদ' (১৯৯৯), 'তোমাকে, আশ্চর্যময়ী' (১৯৯৯), 'সূর্য-পোড়া ছাই' (১৯৯৯), 'জগৎবাড়ি' (২০০০), 'সন্তানসন্ততি' (২০০৪), 'বিকেলবেলার কবিতা ও ঘাসফুলের কবি' (২০০৪), 'মৌতাত মহেশ্বর' (২০০৫), 'সন্ধ্যাফেরি ও অন্যান্য কবিতা' (২০০৬), 'আমার শ্যামশ্রী ইচ্ছে আমার স্বাগতা ইচ্ছেগুলি' (২০০৭), 'শাসকের প্রতি' (২০০৭), 'ভালোটি বাসিব' (২০০৮), 'হার্মাদ শিবির' (২০১১), 'ফুলগাছে কী ধুলো!' (২০১১), 'দু দণ্ড ফোয়ারামাত্র' (২০১১), 'আত্মীয়স্বজন' (২০১১), 'মায়ের সামনে স্নান করতে লজ্জা নেই' (২০১২), 'একান্নবর্তী' (২০১২), 'বিষ' (২০১৩), 'প্রায় শস্য' (২০১৪) ইত্যাদি কাব্য। তিনি এখনো লিখে চলেছেন। খ্যাতি ও দেশ, বিদেশের নানা সম্মানে সম্মানীত হয়েছেন। ২০০১ সালে জয় গোস্বামী আমেরিকার আইওয়ার আন্তর্জাতিক লেখক শিবিরে আমন্ত্রিত হন। ২০০৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ও সিডনিতে গিয়েছেন। চিনের বেইজিং ও সাংহাইতে আয়োজিত 'অলমোস্ট আইল্যান্ড ডায়লগ' অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন ২০০১০ সালের মে মাসে। ১৯৯০ সালে পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার 'ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা?' কাব্যের জন্য। ১৯৯৮ সালে দ্বিতীয়বার আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল'-র জন্য। ১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন 'বজ্রবিদ্যুৎ-ভর্তি খাতা' কাব্যগ্রন্থের জন্য। ১৯৯৭ সালেই পেয়েছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার 'পাতার পোশাক' কাব্যের জন্য। ২০০০ সালে পেয়েছে সর্বভারতীয় সম্মান 'সাহিত্য

আকাডেমি' 'পাগলী, তোমার সঙ্গে' কাব্যগ্রন্থের জন্য। ২০১১ সালে পেয়েছেন ভারতী ভাষা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত 'রচনাসমগ্র' পুরস্কার। ২০১১ সালেই পেয়েছেন IIPM-এর দেওয়া 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড'। ২০১২ সালে পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত 'বঙ্গসম্মান', 'বঙ্গবিভূষণ'। ২০১৪ সালে পেয়েছেন মুম্বাই ইন্টারন্যাশনাল লিটারেরি ফেস্টিভালে 'পোয়েট লোরিয়েট' সম্মান। ২০১৭ সালে পেয়েছেন 'শরৎপুরস্কার' এবং 'সেরা বাঙালি' সম্মান। ২০১৭ সালে ভারতীয় 'জ্ঞানপীঠ' কর্তৃক প্রদত্ত 'মূর্তীদেবী' পুরস্কার পেয়েছেন। ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছেন সাম্মানিক ডি. লিট.। ডিসেম্বর, ২০১৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং সেপ্টেম্বর, ২০১৭ কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি. লিট. পেয়েছেন।

(২)

এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত কাব্যের সংখ্যা চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে। এই দীর্ঘ কাব্য জীবনে জয় গোস্বামীর কবিতায় বিষয়, ভঙ্গি, ছন্দ, অলংকার, চিত্রকল্প সর্বপরি শৈলীতে এসেছে নানান বিশিষ্টতা, পরিবর্তন। একটি কাব্য থেকে অন্য কাব্যে পৌঁছে গেছেন নতুন নতুন শৈলীতে। শিল্প ও শৈলীর এই বিবর্তনের ধারায় এসেছে কবিতার নতুন নতুন বিষয়। বিষয় অনুযায়ী ভাষা। এই বাকবদল আধুনিক বাংলা কবিতায় তাঁকে বিশেষ স্থান করে নিতে সাহায্য করেছে। জনপ্রিয় কবিতা রচনার পাশাপাশি কবিতায় দেখা গেছে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় কাব্যসম্ভারকে বিচার ও বিশ্লেষণ বাংলা কবিতার জন্যই ভীষণভাবে প্রয়োজন। আমরা আমাদের গবেষণায় কবির দীর্ঘ কাব্য জীবনের শুরু থেকে সর্বমোট ৩৫টি কাব্য বিচার, বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচন করেছি। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত কবিতা সংগ্রহের প্রথম পাঁচটি খণ্ডকে নির্বাচন করেছি। আমরা নানা পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ থেকে কবির যে সাহিত্য-জীবনপঞ্জি (১৯৫৪-২০১৮) পেয়েছি তাকে তুলে ধরা হল।

জীবনপঞ্জি:

১৯৫৪: কবির জন্ম বছর। তারিখটি ছিল ১০ নভেম্বর। পিতা- ধীরানন্দ গোস্বামী ওরফে মধু গোঁসাই। মাতা- সবিতা গোস্বামী। পিতা ধীরানন্দ গোস্বামী স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরে আসেন সক্রিয় রাজনীতি থেকে। বই পড়া, গান আর ফুলের বাগান নিয়েই কেটেছে অনেকটা জীবন। মাতা সবিতা দেবীর জীবনের বিরাট অংশ কেটেছে রাণাঘাটের 'লালগোপাল বিদ্যালয়'-এর প্রধান শিক্ষিকা রূপে। জয় গোস্বামী পরিবারের জ্যেষ্ঠ্য পুত্র। জীবনের প্রথমদিকটা কেটেছে কলকাতার ডোভার লেনে। সবিতা দেবী বালিগঞ্জের একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রীও ছিলেন এই সময়। এই সময়কালেই জয় গোস্বামী প্রথম টাইফয়েডে পড়েছেন।

১৯৬০-৬৩: জয় গোস্বামীর বয়স তখন পাঁচ বছর সপরিবারে রাণাঘাট যাত্রা। ধীরানন্দ গোস্বামীর এক বন্ধুর বাড়িতে থাকা শুরু করলেও পরে সিদ্ধেশ্বরীতলার ভাড়া বাড়িতে জীবন অতিবাহিত করেন। সেইদিনগুলো কেটেছে অসংখ্য ছড়া, কবিতা আর গানে। অর্থকষ্ট ছিল কিন্তু শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে বেঁচেছেন তাঁরা। সন্ধ্যাবেলা গান, আড্ডা, কবিতায় কেটেছে বহু সময়। জয় গোস্বামী মায়ের স্কুলে ভর্তি হন। বাবার কাছ থেকে পত্রিকা পাঠ। 'দৈনিক বসুমতী', 'দেশ', 'যুগবাণী', 'দর্পন' ইত্যাদি অন্যতম। ১৯৬৩ সালের মার্চের শেষ সপ্তাহে পিতা ধীরানন্দ গোস্বামী অসুস্থ হন। ৬ এপ্রিল প্রয়াত হন।

১৯৬৪-৭২: পিতার মৃত্যুর পর বছর কয়েক ধার, দেনা আর অর্থকষ্টে অতিবাহিত হয়। শোকের চেয়েও বড়ো হয়ে ওঠে বাস্তব জীবন সমস্যা। ঔষধের দোকান, মুদির দোকান, ভ্যারাইটি স্টর্স সমেত নানা জায়গার ঋণ মেটাতেই অতিবাহিত হয় সবিতা দেবীর সোয়া-শো টাকা মাইনের চাকরি জীবন। এই সময়েই কবির বিভিন্ন পুস্তক, শিশুপাঠ্য বইয়ের সঙ্গে বিশেষ পরিচিতি ঘটে। 'চাঁদের পাহাড়', 'রবিনসন ক্রুশো', 'টম সইয়র', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'নিহারিকা'-র মতো বই। 'বলাই', 'ছুটি', 'আমআঁটির ভেঁপু'-র মতো গল্প। পুজোসংখ্যা থেকে পড়েছিলেন- শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা' উপন্যাস, 'আত্মপ্রতিকৃতি' নামের ছোটগল্প, অল্পবিস্তর 'সুনন্দর জার্নাল'। প্রথম কবিতা লেখা সিলিং

পাখাকে নিয়ে এই সময়েই। তাঁর কবিতার ভেতর সঙ্গীতের মাধুর্য্য মিশে আছে তার প্রাথমিক উৎস এই সময়পর্বেই। স্কুলছুট জয় গোস্বামীর ঘোরাঘুরির জায়গাগুলোর মধ্যে ছিল- রামনগর, নোকরির মাঠ, পালচৌধুরীদের বাড়ির গানের আসর, গানের স্কুল, কীর্তনের জন্য রাধাবল্লভতলার মন্দির। অত্যন্ত রুগ্ন চেহারায় ভর্তি হয়েছিলেন পাড়ার 'নবাঙ্কুর' ক্রিকেট ক্লাবে। ক্রিকেট ট্রেনার ভৃগু ব্যানার্জির কাছেই লিটল ম্যাগাজিনের প্রাথমিক ধারণা পান কবি। ভৃগু দা'র লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শনীতে ভলান্টিয়ার হিসেবে থাকতেন। পরিচয় ঘটেছে 'পত্রাণু', 'কবিতা', 'কৃত্তিবাস', 'কবিপত্র', 'ক্ষুধার্ত', 'গল্পকবিতা', 'এক্ষণ', 'নিষাদ' পত্রিকার সঙ্গে। কবিতার বই পড়ার অভ্যাসটা এখানেই শুরু হয়।

১৯৭৩: রাণাঘাট স্টেশনে দেওয়াল পত্রিকায় সম্পাদকের পাশে কবিতা স্থান পায়। একইসঙ্গে 'সীমান্ত সাহিত্য', 'হোমশিখা', 'পদক্ষেপ' পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হয়।

১৯৭৪-৭৬: কলকাতার বই জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। পাতিরাম, কথা ও কাহিনি-তে যেতেন। 'পরিচয়', 'সংরাগ', 'পরমা', 'ভাইরাস', 'অভিমান' এর মতো লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। শ্যামলকান্তি দাশের 'বররুচি' নামক পত্রিকায় কবিতা ছাপে। 'বাইসন' পত্রিকার সুবাদে পরিচয় ঘটে কবি মৃদুল দাশগুপ্তের সঙ্গে। দেশ, কৃত্তিবাসে কবিতা ছাপে। ছিয়াত্তর সালে অসুস্থ হন। ঘরবন্দী জীবনে মহকুমা লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করতেন। এই সময়েই তৈরি হয় প্রথম কাব্য 'ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ'-এর কবিতাগুলি-

> 'যতদূর মনে পড়ছে, সম্ভবত ১৪ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে লেখা। তার আগে আমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। বাড়িতেই বন্দি থাকতাম। এবং বসে বসে কবিতা লিখতাম। ওই সময়েই একটা স্রোতের আকারে চোদ্দ দিনে সতেরোটি কবিতা লেখা হয়। আটটি কবিতা ছাড়া এর বাকি কবিতাগুলি কোনোদিন কোথাও প্রকাশ পায়নি।' (দাশ। ২০২০:৩২)

১৯৭৭: ১৪ জানুয়ারি 'ভাইরাস প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত হয় 'ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ' কাব্যটি। প্রকাশের তারিখ ছিল ১ জানুয়ারি। প্রকাশিকা-সন্ধ্যা আচার্য্য। নদীয়ার 'বঙ্গরত্ন মেশিন প্রেস'-এ ছাপা হয়েছিল সর্বমোট দুশো পঁচিশ কপি। দাম এক টাকা।

প্রকাশের খরচের ১৪৫ টাকা মা দিয়েছিলেন। প্রথম ক্রেতা সুধীর চক্রবর্তী। মণীন্দ্র গুপ্ত ও প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত মতামত জানিয়েছিলেন। এই সময়েই লেখা হয় 'সাদা বিষ কালো বিষ', 'শুভ আগুন ছাই আগুন', 'জিভ' -এর মতো দীর্ঘ কবিতা। 'পরমা', 'অলিন্দ', 'কলকাতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯৭৮: ৩, ১৮ এবং ২১ মার্চ প্রকাশ পায় 'কালো ত্রিভুজের আস্তরণ', 'ভ্রূণ', 'উদ্ভিদ' নামের কবিতাগুলি। 'কালো ত্রিভূজের আস্তরণ' কবিতার নাম প্রথমে রেখেছিলেন 'মার্চের কবিতা'। কবিতার নাম নিয়ে বলতে গিয়ে কবি জানান নদীয়ার এক সিনিয়র কবির পরামর্শে এই নাম পরিবর্তন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে নাম পরিবর্তন করা ভুল ছিল বলেও আক্ষেপ করেন। পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'কবিপত্র' পত্রিকায় লেখা এই সময়েই। 'হাসি, হাসিগুলি, হাসিদের', বকুল বাগান', 'মোমবাতি' সমেত ন-টি কবিতা নিয়ে অক্টোবরে মণীন্দ্র গুপ্তের 'পরমা' থেকে প্রকাশিত হয় 'প্রত্নজীব' কাব্যটি। কবিতাগুলি আসলে ৭৬-৭৮ সাল এই সময়েই লিখিত।

১৯৭৯-৮২: ১৯৭৯ সালের শেষদিকে হেপাটাইটিস-বি তে আক্রান্ত হন। তখনও হেপাটাইটিস বি-র কোনো টিকা আবিস্কার হয়নি। আর.জি.কর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন সাতাশ দিন। দীর্ঘদিন কবিতা লেখা বন্ধ থাকে। সুস্থ হয়ে জীবনে ফিরে আসার প্রায় মাস তিনেক পরে লেখা শুরু করেন 'আলেয়া হ্রদ' কাব্যের কবিতাগুলি। লেখা হয়- 'রোমাঞ্চকাহিনি', 'সারিগান', 'ধুলোমেঘ', 'কবর', 'কিরীচ', 'কর্কট' নামক কবিতাগুলি। 'হীনযান' পত্রিকায় সুভাষ ঘোষালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দীর্ঘ কবিতা জাল' (অক্টোবর সংখ্যা, ১৯৭৯)। ১৯৮১ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কবিতা। তৃতীয় বই 'আলেয়া হ্রদ' প্রকাশিত হয় গৌতম চৌধুরী সম্পাদিত 'অভিমান' পত্রিকা থেকে। ৮২ সালে পুনরায় অসুস্থ হন। 'দেশ'-এর সাধারণ সংখ্যায় কবিতা প্রকাশিত হয়।

১৯৮৪-৮৮: মাতৃবিয়োগ ৮৪ সালের ১২ মে। অর্থকষ্ট, রূঢ় বাস্তব জীবনের দীর্ঘ পর্যায়। দুধ, ঘুঁটে বিক্রি জীবিকা। ১৯৮৪ সালের একত্রিশে অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর লিখিত হয় 'কবন্ধ বিবাহ'। 'বিভাব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্বর্ণমন্দিরে ভিন্দ্রানওয়ালে নামের

সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী একজন বিদ্রোহী নেতার কার্যকলাপ, 'অপারেশন ব্লু-স্টার' উঠে এসেছে 'সন্ত' নামক কবিতার প্রেক্ষাপট হিসেবে। এই সময়কালে একদিকে দেশব্যাপী রক্তাক্ত পরিবেশ অন্যদিকে কবির শারীরিক অসুস্থতা অর্শের মতো রোগে বাথরুমে নিয়মিত রক্তপাত সব মিলিয়ে ঘটে আত্ম-বিস্ফোরণ কবিতায়। যার ফল 'উন্মাদের পাঠক্রম' কাব্য। ৮৪ সালেই শঙ্খ ঘোষের ডাকে তাঁর বাড়িতে যান। 'উন্মাদের পাঠক্রম' পড়তে দেন কবি। শঙ্খ ঘোষ দু'হাজার টাকা দেন কবিকে। 'উন্মাদের পাঠক্রম' -এর জন্য প্রকাশক খুঁজে দেন শঙ্খ ঘোষ। প্রকাশক পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে কবিকে একশো টাকা দেন। কবির জীবনের প্রথম প্রকাশকের কাছ থেকে টাকা পাওয়া সেটা। 'সুবচন' প্রকাশনা থেকে 'প্যাপিরাস'-এর পরিবেশনায় বইমেলায় প্রকাশিত হয় 'উন্মাদের পাঠক্রম'। স্বপন মজুমদার যিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন তিনি বিশেষ সাহায্য করেন বইটি প্রকাশে। শিবনারায়ণ রায় 'জিজ্ঞাসা'-র সম্পাদক অনুপ্রেরণা দিতেন কবিতা লেখার। ১৯৮৫ সালে শঙ্খ ঘোষের ডাকে আয়োজিত হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জয় গোস্বামীর কবিতা পাঠ। সাগরময় ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য। ব্যক্তিজীবনের কথা বলতে গেলে এই ১৯৮৫ সালেই কবিজীবনে প্রথম প্রেমের আবির্ভাব ঘটে। মাত্র মাস তিনেকের ব্যবধানে ভেঙেও যায় খুব বাজে ভাবে সে সম্পর্ক।

> 'আমি খুব আহত ও অপমানিত বোধ করি। তার ফলে আমার ভেতরে যে ক্ষোভ জন্মায় সেই ক্ষোভ কে আমি রূপান্তরিত করি সামাজিক অন্যায়-অপরাধের দিকে নিয়ে গিয়ে। ক্ষোভের সেই অংশটা 'ভুতুমভগবান'-এর দিকে চলে যায়।' (দাশ। ২০২০:৪১)

১৯৮৬: ৪ জানুয়ারি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'জঠর' কবিতা। ১৯৮৭, মে মাসে সাগরময় ঘোষের আমন্ত্রণে লেখা দীর্ঘ কবিতা 'ভুতুমভগবান' প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায় আগস্ট মাসে বিশেষ সংখ্যায়। ১৯৮৮, ২৭ ফেব্রুয়ারি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় গদ্যসন্দর্ভ 'নিজের জীবন বীজের জীবন'। ৭ মে প্রকাশিত হয় 'পাগল যে তুই' নামের রবীন্দ্র বিষয়ক গদ্য। ৮ মে প্রকাশিত হয় 'ভুতুমভগবান' কাব্যটি 'প্রতিভাস' থেকে। জুলাই

মাসে লেখা হয় ‘বরষা বন্দনা’। অক্টোবরে ‘জীবন পুরাণ’ নামক দীর্ঘ কবিতা রচিত হয়। নভেম্বরে তা ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯৮৯: ৮ এপ্রিল ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘বসন্ত উৎসব’ শিরোনামে প্রকাশিত হয় পাঁচটি কবিতা। এই ‘মালঞ্চে’, ‘ডানা’, ‘লীলাচ্ছল’, ‘গান’, ‘দূর্বাদলের পথে’। ১ বৈশাখ ‘আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড’ থেকে প্রকাশিত হয় ‘ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা?’ কাব্যটি। জুলাই-আগস্টে লেখা হয় ‘জীবিত হে নক্ষত্র সময়, ডানা’ নামে দীর্ঘকবিতা। যা পড়ে ‘শারদীয়া প্রতিক্ষণ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর ‘দেশ পত্রিকায় পেকাশিত হয় ‘গোলাপজঙ্গল’ কবিতা। অক্টোবরে লেখা হয় ‘প্রলাপ লিখন’ কবিতা। মধুপুর-ব্যান্ডেল-রাণাঘাট এই যাত্রাপথের ভেতরেই তৈরি হয়েছিল কবিতাটি। শেষ দুটি স্তবক বাড়িতে এসে সমাপ্ত করেন। সারা জাগানো কবিতা ‘মালতিবালা বালিকা বিদ্যালয়’ প্রকাশিত হয় ৪ নভেম্বর ‘দেশ’ পত্রিকায়।

১৯৯০: ‘এক’ নামক কাব্যের প্রকাশ জানুয়ারি মাসে। ‘প্রলাপ লিখন’ কবিতার প্রকাশ ‘দেশ’ পত্রিকায়। এপ্রিলে ‘ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা?’ কাব্যের জন্য ‘আনন্দ’ পুরস্কার লাভ। ১৯ মে ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো’ দীর্ঘকবিতা প্রকাশ। ২৫ আগস্ট ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে’ শিরোনামে চারটি কবিতা প্রকাশ। সেপ্টেম্বরে ‘আনন্দমেলা’-তে প্রকাশ পায় ‘মেঘবালিকার জন্য রূপকথা’।

১৯৯১: ফেব্রুয়ারিতে ‘আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো’ কাব্য প্রকাশ। বইমেলায় ‘গোল্লা’ কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ‘প্রমা’ থেকে। পয়লা জুলাই থেকে ‘দেশ’ পত্রিকায় কর্মী হিসেবে যোগদান।

> ‘১৯৯১ সালের ১ জুলাই আমি আনন্দবাজারের চাকরিতে যোগ দেই। তখনও সাগরদা আমাকে একটি টেলিগ্রাম করেছিলেন। সেই টেলিগ্রামটা আমি একটা বৃহস্পতিবার রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ পাই। তাতে লেখা ছিল: তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো আমার সঙ্গে দেখা করো। আমি পরেরদিন শুক্রবার, সাগরময় ঘোষের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। সাগরময় ঘোষ আমাকে বললেন: তুমি আগামী সোমবার

থেকে 'দেশ' পত্রিকার কাজে যোগ দিয়ে দাও। সেই আগামী সোমবারটা ছিল ১ জুলাই, ১৯৯১।' (দাশ। ২০২০:৪৪)

'শারদীয় দেশ' -এ 'হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ' গদ্যরচনা প্রকাশ। ডিসেম্বরে টিবি-তে আক্রান্ত হয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি হন।

১৯৯২: কলকাতা জীবনপর্ব শুরু। কাবেরী-বুকুনকে নিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং সুবীর রায়চৌধুরীর খুঁজে দেওয়া বাড়িতে থাকা।

'১৯৯২ সালের মাঝামাঝি আমি সিদ্ধান্ত নিই যে আমি কাবেরী এবং বুকুন, আমরা একসঙ্গে জীবনযাপন করব। এবং কাবেরী তাতে সম্মত হয়েছিল। যদিও আমাদের রেজিস্ট্রি বিয়ে তখনও হয়নি।'

(দাশ। ২০২০:৪৬)

২৫ জানুয়ারি 'দেশ' পত্রিকায় অরুণ মিত্র, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জয়দেব বসুর কবিতার সঙ্গে প্রকাশিত হয় দীর্ঘকবিতা 'সবচেয়ে উঁচু তারাকে আমি বলি'। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র অক্টোবর আর নভেম্বর সংখ্যায় লেখেন 'শরতে আজ কোন অতিথি', 'ঘুমন্ত দেবতা' নামক কবিতা। ৭ নভেম্বর 'দেশ' পত্রিকার পাক্ষিক সংখ্যা জুড়ে প্রকাশিত হয় 'মনোরমের উপন্যাস'। ডিসেম্বরে 'দেশ' পত্রিকায় 'ঘুমন্ত দেবতা' প্রকাশ।

১৯৯৩: সেপ্টেম্বরে 'মনোরমের উপন্যাস' গ্রন্থাকারে প্রকাশ 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.' থেকে। শারদীয় দেশ'-এ 'সেইসব শেয়ালেরা' উপন্যাস প্রকাশ। 'পাগলী, তোমার সঙ্গে' কাব্যের সমস্ত কবিতা লেখা হয়ে যায়।

১৯৯৪: জানুয়ারিতে 'হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ' গদ্যগ্রন্থ প্রকাশ পায়। 'দেশ'-এ 'আলো অন্ধকার বায়ু' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ফেব্রুয়ারিতে 'আত্মজীবনীর অংশ' নামে দীর্ঘ কবিতা রচনা। মার্চে প্রকাশিত হয়। ২৭ মার্চ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' পুস্তক পরিচয় বিভাগে 'মেরুসমুদ্রের মতো' শীর্ষক গদ্যলেখা প্রকাশ। এপ্রিলে 'সেইসব শেয়ালেরা' গ্রন্থাকারে প্রকাশ 'আনন্দ' থেকে। জুলাই মাসে লিখিত হয় 'এক বৃষ্টির দিকে মরিয়া', 'এখানে তোমার মাটিদেশ' কবিতা। 'শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা'-তে প্রকাশিত হয় 'সুড়ঙ্গ ও প্রতিরক্ষা' উপন্যাস।

১৯৯৫: জানুয়ারিতে 'বজ্রবিদ্যুৎ-ভর্তি খাতা' প্রকাশ। কবিতা পাক্ষিক থেকে প্রকাশ 'পাখি, হুস্' কাব্যগ্রন্থের। ২৮ জানুয়ারি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'পাগলে পাগলে খেলা' গদ্যরচনা। ২৩ মার্চ শক্তি চট্টোপাধ্যের মৃত্যু। লেখা হয় 'শোকযাত্রার প্রতিবেদন' কবিতাটি। 'সানন্দা'-তে গদ্য হিসেবে ছাপা হয়। ১লা জুন থেকে ২০ জুন 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' কাব্যোপন্যাস লেখা হয়। 'শারদীয় দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমেরিকা বঙ্গ সম্মেলন যাত্রা। স্টিফেন স্পেন্ডারের মৃত্যুর পর ১২ আগস্ট 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'এখন শব্দ একা' নামক প্রতিবেদন। ১৮ নভেম্বর 'দেশ' পত্রিকায় 'ওঃ স্বপ্ন!' শিরোনামে প্রকাশিত হয় কুড়িটি কবিতা। নভেম্বরেই প্রকাশিত হয় 'সুড়ঙ্গ ও প্রতিরক্ষা' গ্রন্থ। 'কবিতা পাক্ষিক'-এর কবিতা সভায় 'আত্মজীবনীর অংশ' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতা পাঠ।

১৯৯৬: জানুয়ারিতে 'আনন্দ' থেকে 'ওঃ স্বপ্ন!' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। 'দেশ' পত্রিকায় 'সে আমার কবি' গদ্য প্রকাশ। 'দেশ' পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যাতে কীটসের জন্মের দুশো বছর উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় দীর্ঘ কবিতা 'শুভরাত্রি-লেখা মেঘ'। ৯ মার্য 'দেশ' পত্রিকায় 'প্রেমের গল্প প্রেমের কবিতা' শীর্ষক সংখ্যায় প্রকাশিত হয় দীর্ঘকবিতা 'পাতার পোশাক'। জুলাই মাসে যোধপুর পার্ক থেকে চলে আসেন ২১/৩ যাদবপুর সেন্ট্রাল পার্কে। যোধপুর পার্কের বাড়িতেই 'পাতার পোশাক'-এর অধিকাংশ কবিতা লিখিত হয়। 'শারদীয় আনন্দবাজার'-এ প্রকাশিত হয় 'অন্ধকার সব ফুলগাছ' উপন্যাস। ১৪ ডিসেম্বর 'দেশ' পত্রিকায় দীর্ঘকবিতা সংখ্যায় 'কবিকাহিনী' শিরোনামে উনিশটি নামহীন কবিতা প্রকাশ।

১৯৯৭: জানুয়ারিতে 'পাতার পোশাক' প্রকাশ। 'বজ্রবিদ্যুৎ-ভর্তি খাতা' কাব্যগ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি পুরস্কার প্রাপ্তি। 'পাতার পোশাক' কাব্যের জন্য 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার' প্রাপ্তি। ১১ জানুয়ারি 'দেশ' পত্রিকায় 'মা-কে নিয়ে শিরোনামে' 'মা আর উন্মাদ পুত্র' এবং 'মা'-ও যেন কবিতা লেখেন' দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ২৫ জানুয়ারি 'রৌদ্রছায়ার সংকলন' শীর্ষক গদ্য প্রকাশ। মে মাসে উপন্যাস 'অন্ধকার সব ফুলগাছ' 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.' থেকে প্রকাশ। জুলাই মাসে 'কবিতাসংগ্রহ' দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ। 'শারদীয় দেশ' পত্রিকায় 'সাঁঝবাতির রূপকথা' উপন্যাস প্রকাশ। অক্টোবর

থেকে নভেম্বরে লিখিত হয় 'বিষাদ' কাব্যের সব কবিতা। ২৫ অক্টোবর 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' প্রথমবার মঞ্চস্থ হয়।

১৯৯৮: জানুয়ারিতে 'রৌদ্রছায়ার সংকলন' গদ্যগ্রন্থ প্রকাশ। 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' গ্রন্থাকারে প্রকাশ। 'বিজল্প' থেকে 'সকালবেলার কবি' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। 'আমার দোতারা' শীর্ষক কবিতা রচনা। সুধীর চৌধুরীর 'ধ্রুবপদ' পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়। 'মৃত্যুর পর মৃত্যু পেরিয়ে' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ ২৬ জানুয়ারি 'দেশ' পত্রিকায়। এপ্রিলে 'সাঁঝবাতির রূপকথারা' গ্রন্থের প্রকাশ 'আনন্দ' থেকে। 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' কাব্যের জন্য দ্বিতীয়বার 'আনন্দ পুরস্কার' প্রাপ্তি। 'দেশ'-এর 'অক্তাভিও পাজ: ভারত আলোর ঝরণা ধারায়' সংখ্যায় পাজের দুটি কবিতার ভাষান্তর করেন 'প্রভাতসঙ্গীত' এবং 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' শিরোনামে। ১১ মে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দরবারে কবীর সুমনের সঙ্গে কবিতা-গানের যুগলবন্দীতে 'কবি ও কবিয়াল' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ১২ মে লেখা শুরু হয় 'মা নিষাদ' কাব্যের। ১১ মে ভারত হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়। পরদিন কবির মায়ের মৃত্যুদিন। 'ছোট্ট বুদ্ধ' নামের বোমা আর ব্যক্তিগত শোক মিলেমিশে 'মা নিষাদ'। 'শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় 'ব্রহ্মরাক্ষস' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। নভেম্বরে দীর্ঘকবিতা 'ন হন্যতে' রচিত হয়। ডিসেম্বরে দীর্ঘ কবিতা 'সোনার ধনুক' রচনা।

১৯৯৯: জানুয়ারিতে 'মা নিষাদ' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। 'বিজল্প' থেকে 'তোমাকে, আশ্চর্যময়ী' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। 'ব্রহ্মরাক্ষস' গ্রন্থের প্রকাশ 'আনন্দ' থেকে। 'সোনার ধনুক' নামক দীর্ঘকবিতা 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার বইমেলা সংখ্যায় প্রকাশ। ৯ জুলাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বইমেলা সংখ্যা পুস্তক বিভাগে 'পৃথিবীর রক্তচলাচল' গদ্য প্রকাশিত হয়। অফিস থেকে ট্রামে ফেরার সময়কালেই লেখা হতে থাকে 'সূর্য-পোড়া ছাই'। আবার সকালে বাড়িতে লেখা চলে 'দাদাভাইদের পাড়া' উপন্যাস। 'শারদীয় দেশ' পত্রিকায় 'দাদাভাইদের পাড়া' এবং 'শারদীয় আনন্দবাজার' পত্রিকায় ছোটগল্প 'জুরাসিক পার্ক' প্রকাশিত হয়। 'বৈদগ্ধ্য' পত্রিকায় জীবনানন্দ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'একটি কবিতা নিয়ে' শীর্ষক গদ্য। ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় 'আনন্দ' থেকে 'সূর্য-পোড়া ছাই'। প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের পত্রিকা 'পর্বসন্ধি'-তে প্রকাশিত হয় 'তুষার রৌদ্র অন্ধকার' গদ্য।

২০০০: 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.' জানুয়ারিতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'দাদাভাইদের পাড়া' উপন্যাস। ১৯ ফেব্রুয়ারি 'দেশ' সংখ্যায় 'দুঃসময়ের সংকেত কী' শিরোনামে সমবেত সম্পাদকীয়তে অন্নদাশংকর রায়, প্রতিভা বসু, মৃণাল সেন, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষসহ একচল্লিশজন বিভিন্ন গুণীজনদের প্রতিবাদ স্বাক্ষর। আগস্টের মধ্যে 'জগৎবাড়ি' কাব্যের সমস্ত কবিতা লেখা হয়ে যায়। ১৩ মে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ৫ আগস্ট 'দেশ' পত্রিকায় 'আমাদের কথা ও কাহিনি' নামে বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষ্যে বারোটি কবিতা রচনা। এই সময়েই কবিতাসংগ্রহ তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ হয়। 'পাগলী, তোমার সঙ্গে' কাব্যগ্রন্থের জন্য 'সাহিত্য আকাডেমি' পুরস্কার গ্রহণ করেন। ২০০০ সালের মে-জুন মাসের মধ্যে 'জগৎবাড়ি' কাব্যের সবকটি কবিতা লেখা হয়ে যায়। ৯ ডিসেম্বর 'জগৎবাড়ি' কাব্যগ্রন্থ গ্রন্থাকারে প্রকাশ 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.' থেকে। প্রচ্ছদকার ছিলেন কৃষ্ণেন্দু চাকী। উৎসর্গ পত্র-

> 'বউমণি, বউরাণী, বৌঠান, বড়-বউ, শ্রীলেখা-বউদি আর ভারতীদিকে
> স্নেহচ্ছায়ার কৃতার্থতায়।' (গোস্বামী। ২০১৩: ৫০৩)

এই প্রথম কবি নিজের কবিতার বইতে ভূমিকা লিখলেন। পরবর্তীকালে অনেক কাব্যেই দেখা যাভে মুখবন্ধ কিংবা সমাপ্তিকথন।

২০০১: জানুয়ারিতে 'সংশোধন বা কাটাকুটি' গল্পগ্রন্থের প্রকাশ 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.' থেকে। ৩ ফেব্রুয়ারি 'দেশ' পত্রিকায় 'পথচলতি ধূপের গন্ধ' গদ্যলেখা প্রকাশ। এপ্রিলের শেষে 'হরিণের জন্য একক' দীর্ঘ কবিতা রচনা' যা 'দেশ' পত্রিকার ১৮ মে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। জুনে বর্ষাকালের কয়েকদিন জুড়ে লেখা হয় 'অভিসারের চার অবস্থা' যা জুলাই মাসে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আগস্টে আমেরিকার আইওয়া শহরে আন্তর্জাতিক লেখকশিবিরে যাত্রা। বিভিন্ন দেশের কবিদের সঙ্গে মতবিনিময়। ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসবাদীদের হামলা। পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হয় 'কবন্ধের চোখ' কবিতা। ১৮ নভেম্বর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অক্টোবরে 'শারদীয় দেশ' পত্রিকায় 'হরিণের জন্য একক' কাব্যের 'উৎসর্গ' কবিতাটি ছাপা হয়। উল্লেখ্য 'হরিণের জন্য একক' কাব্যের কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল ২০০১ সালের এপ্রিল মাস থেকে ডিসেম্বর মাসের

মধ্যে। 'শারদীয়া আনন্দবাজার' পত্রিকায় 'পাখির ডাক' ছোটোগল্প, 'শারদীয় দেশ'-এ 'অনুপম কথা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ৩০ নভেম্বর আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন। ডিসেম্বরে 'হিংসা সম্পর্কিত ধারাবিবরণী' শীর্ষক কবিতা প্রকাশ।

২০০২: 'হিংসা সম্পর্কিত ধারাবিবরণী' প্রকাশ 'দেশ' পত্রিকায় জানুয়ারি মাসে। ৪ ফেব্রুয়ারি বইমেলা সংখ্যায় 'সারা জীবনের শান্ত দহনরচনা' গদ্য প্রকাশ। মার্চ মাসে 'সাঁঝবাতির রূপকথারা' উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় অঞ্জন দাসের পরিচালনায়। ৪ মে 'শান্তিকল্যাণ' নামক দীর্ঘকবিতা প্রকাশ। গুজরাট গণহত্যার প্রতিবাদে লিখিত হয় 'এপ্রিল: ২০০২', 'আজ: মে ২০০২' কবিতা দুটি। এই বছর প্রায় সাত-আট মাস অসুস্থ ছিলেন কবি। 'নার্সিংহোম' নামক কবিতাটি কাবেরী দেবী কবির মুখ থেকে শুনে লেখান। ১৮ জুন প্রকাশিত হয় 'না অমৃত, না ঔষধি' কবিতা। ৮ আগস্টে 'হরিণের জন্য একক' কাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অক্টোবরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-তে প্রকাশিত হয় 'সৌন্দর্য রচনা মানেই এক নিঃশব্দ লড়াই' শীর্ষক গদ্য।

২০০৩: ১৮ জানুয়ারি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'ফোনের দিন গিয়াছে' রচনা। ৪ ফেব্রুয়ারি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'দে দগ্ধ, হে অপ্রত্যাশিত' শীর্ষক গদ্যলেখা। ১৮ মার্চ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'মহানগর' শিরোনামে 'রাত্রি', 'গোলপার্ক', 'শব', 'বোকা মেয়ে', 'উচ্ছেদ', 'পাড়ার মাসিমা', 'সন্তান' ইত্যাদি কবিতা। ৪ মার্চ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'প্রেমের রসায়ন' গদ্য। ৩০ মার্চ 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'আজ যদি জিগ্যেস করো' গদ্য। এপ্রিলে 'আনন্দ' থেকে প্রকাশিত হয় 'প্রেমের কবিতা সংকলন' গ্রন্থ 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.' থেকে। ২৭ এপ্রিল 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হয় 'মৃত সেই নগরীর রাজা হয়ে তখন তোমার কী হবে, অয়দিপাউস' গদ্য। ৪ মে দেশ' পত্রিকা প্রকাশিত হয় 'বিকেলবেলার কবিতা শিরোনামে 'বিশ্বাস', 'খোলা', 'ধানতলার পরে', 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ', 'আত্মজীবনীর অংশ', 'অজাতক' 'ইরাক ২০০৩', 'নতুন কবিতা' প্রকাশ। ২৩ আগস্ট লেখেন 'ঘাসফুলের কবি' গল্প। ২ সেপ্টেম্বর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'সুন্দরীদের মাইনে বেশি' গদ্য। অক্টোবর 'শারদীয় দেশ' পত্রিকায় উপন্যাস 'প্রেতপুরুষ' প্রকাশিত হয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়

‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ ২৫ নভেম্বর ‘শব্দের ভিতর দিয়ে দেখা’ গদ্য। ১৭ অক্টোবর ‘দেশ’ পত্রিকা ‘পথের দেবতা’ গদ্য প্রকাশিত হয়। ২ ডিসেম্বর ‘দেশ’ পত্রিকা ‘এক দৃঢ়সংকল্প ক্রিকেটার’ গদ্য প্রকাশিত হয়।

২০০৪: জানুয়ারি ‘সন্তানসন্ততি’ কাব্যগ্রন্থ এবং ‘প্রেতপুরুষ ও অনুপম কথা’ উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ‘আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.’ থেকে। ঘরে-বাইরে নৃশংসতার সামনে আগামী প্রজন্মকে ভালো রাখার প্রার্থনা নিয়ে লেখা কাব্য ‘সন্তানসন্ততি’। উৎসর্গ করেছিলেন- সতীশ, সৃষ্টি, অনিতা অগ্নিহোত্রীকে। ঋণস্বীকার করেছিলেন- সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, রূপক চক্রবর্তী, রুদ্রদেব মিত্র, পূর্বা মুখোপাধ্যায়, সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, অরুন্ধুতী ভট্টাচার্য এবং পরমেশ চৌধুরীকে। বইটির একটি ভূমিকা লিখেছিলেন কবি নিজে। ‘দোয়েল’ প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয় ছোটোদের গল্পগ্রন্থ ‘শুভ জন্মদিন’। ‘বিকেলবেলার কবিতা ও ঘাসফুলের কবি’ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয় ‘আনন্দ পাবলিশার্স প্রালি’ থেকে। ‘ঘাসফুলের কবি’ গল্প। কবিতার বইতে যোগ হয়েছে। বইয়ের ভূমিকায় সে-কথা জানিয়েছেন কবি। ‘মৃত নগরীর রাজা’ গদ্যপুস্তিকা প্রকাশ ‘বিজল্প’ থেকে। ২ মার্চ ‘দেশ’ ‘নিজেকেও প্রশ্ন করতে হবে’ গদ্য প্রকাশ। ২ এপ্রিল ‘দেশ’ ‘বিলায়েতের সঙ্গে একা’ গদ্য প্রকাশ। এই মাসেই জানালার পাশে বসে লেখা হয় ‘মৌতাত মহেশ্বর’ কাব্যের কবিতা। ২৮ এপ্রিল অসুস্থ হয়ে ভর্তি হন নার্সিংহোমে। ২ মে ‘দেশ’ ‘নিজের রবীন্দ্রনাথ’ রচনা। ১৭ জুলাই ‘দেশ’ ‘কাঁচি কাটা আর কতদিন’ গদ্য প্রকাশ। ২ আগস্ট ‘দেশ’ ‘আমাদের লোক’ গদ্য প্রকাশ। ‘শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা’ উপন্যাস ‘শয্যাগত’ প্রকাশ। ১৭ নভেম্বর দেশ’ ‘মস্তান ছাড়া পার্টিই হাতকাটা’ গদ্য প্রকাশ। ১৭ ডিসেম্বর ‘দেশ’ ‘মা গো’ গদ্য প্রকাশ।

২০০৫: ২ জানুয়ারি ‘দেশ’ পত্রিকা ‘ইয়েলিনেক, আপনাকে অভিবাদন’ গদ্য প্রকাশ। জানুয়ারি ‘মৌতাত মহেশ্বর’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ ‘আনন্দ পাবলিশার্স প্রালি’ থেকে। ‘আকাশ গঠন করা’ গদ্য প্রক্সশ ‘বইয়ের দেশ’ (জানুয়ারি-মার্চ)। ২ ফেব্রুয়ারি ‘দেশ’ বইমেলা সংখ্যা ‘মৃত্যুবাসনা’ এবং ‘সময় থেকে এগিয়ে’ গদ্যলেখা প্রকাশ। ১৭ এপ্রিল থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে লেখা হয় পাঁচটি কবিতা ‘মহুকথা’, ‘সন্ধ্যাফেরি’, ‘সুদূর কবিতাযাত্রী’

(২৫জুলাই-২৭ জুলাই), 'অঙ্গার দরোজা', 'মেঘলাপুর' (আগস্টের শেষ সপ্তাহে)। এপ্রিল-নভেম্বর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ২০০৫ সালের ২৩ জুলাই কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর মৃত্যু। ২ মে 'দেশ' পত্রিকা প্রকাশিত হয় 'শকান্নের স্বপ্ন' গদ্য। ২৭ মে প্রকাশিত হয় 'খন্দপথ, যানের যথেচ্ছাচার, শুষে নিচ্ছে প্রাণশক্তি' 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-তে। ২ জুন 'দেশ' পত্রিকায় 'আমার ছাত্রদল' গদ্য প্রকাশিত হয়। ১৭ জুন 'দেশ' পত্রিকায় 'তিনি জীবনযুদ্ধেও জয়ী' গদ্য প্রকাশিত হয়। ২ আগস্ট 'দেশ' পত্রিকায় 'মানুষের দোহাই' গদ্য প্রকাশিত হয়। ২৮ আগস্ট আনন্দবাজার পত্রিকা'-তে 'অপরাজিতা কবিতা' গদ্য প্রকাশিত হয়। ২ সেপ্টেম্বর 'দেশ' প্রকাশিত হয় 'শেন ওয়ার্ন ৬০০' গদ্য। ১০ অক্টোবর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' 'সেরা পরাজয়: আকস্মিকের খেলা' প্রকাশিত হয়। ১৭ নভেম্বর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'দুর্নীতির দুনিয়ায়' গদ্য।

২০০৬: জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় 'সন্ধ্যাফেরি ও অন্যান্য কবিতা' কাব্য 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.' থেকে। প্রচ্ছদ ও অলংকরণে সুব্রত চৌধুরী। উৎসর্গ করা হয় নাট্যব্যক্তিত্ব ব্রাত্য বসু-কে। 'দোয়েল' থেকে প্রকাশিত হয় ছোটোদের ছড়া ও কবিতার বই 'হুলোরা টুলের পাশে' গ্রন্থ। বইমেলাতে 'দেশ' পত্রিকার আয়োজনে একক কবিতা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। ২ ফেব্রুয়ারি 'দেশ' বইমেলা সংখ্যা 'তাহলে উজ্জ্বলতর কর দীপ' গদ্যলেখা প্রকাশিত হয়। ২ মার্চ 'দেশ' পত্রিকা 'অপেক্ষায় থাকব আমরা' গদ্য প্রকাশিত হয়। ১৭ মার্চ 'দেশ' পত্রিকা 'ভোটের ঢাকে কাঠি' গদ্য প্রকাশিত হয়। ২ মে 'দেশ' পত্রিকা 'শাকান্নের স্বপ্ন' গদ্য প্রকাশিত হয়। ১৭ আগস্ট প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায় 'চেয়ার-মানুষ' গদ্য। ২ জুন 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'গণতন্ত্রের প্রহরী' গদ্য। ২ সেপ্টেম্বর 'দেশ' 'কবির বিদায়' গদ্য প্রকাশিত হয়। 'শারদীয় দেশ'-এ প্রকাশিত হয় কাব্যনাটক 'যেখানে বিচ্ছেদ'। ২ নভেম্বর 'দেশ' 'প্রেম ও মৃত্যুর কবিতা' শিরোনামে পঞ্চাশটি কবিতা প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কিছু কবিতার সঙ্গে 'আমার শ্যামশ্রী ইচ্ছে, আমার স্বাগতা ইচ্ছেগুলি' কবিতার বইয়ে এইসব কবিতা স্থান পায় পরবর্তীকালে। ৫ নমেম্বর অহর্নিশ-সম্পাদকের বাড়িতে জয় গোস্বামী ও ব্রাত্য বসুর আগমন। কবি ও নাট্যকারের কথোপকথন অহর্নিশ ২০০৭

জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশ পায়। ১৭ নভেম্বর 'দেশ'- 'এঁরাই দেখবেন আমাদের' গদ্য প্রকাশ।

২০০৭: জানুয়ারি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'শেষ কথা' বিভাগে 'জেনো প্রেম চিরঋণী' গদ্য। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত বইমেলায় 'দেশ' আয়োজিত কবিতাসন্ধ্যায় সঞ্চালনা এবং কবিতা পাঠ। 'বেদনার আলো' গদ্য প্রকাশিত হয় ২ ফেব্রুয়ারি 'দেশ' সংখ্যায়। ১৭ ফেব্রুয়ারি 'দেশ' সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'পদ্মকথা' গদ্য। ১৪ মার্চ পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে ঘটে হত্যাকাণ্ড। ১৪ জন নিহত হন। খুন, জখম, নিখোঁজ, ধর্ষণের প্রতিবাদে লেখা হল 'শাসকের প্রতি' কাব্যপুস্তিকা। এপ্রিলে 'বিজল্প' প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয় কাব্যটি। ২ মে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বাংলার গা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে' শিরোনামে নামহীন দশটি কবিতা। জুন 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' কাব্যোপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় অঞ্জন দাসের পরিচালনায়। ২০০৭ সালের জুলাই মাস থেকে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত লেখা কবিতাগুলি 'ভালোটি বাসিব কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯ আগস্ট 'বনলতা সেন' নামক গদ্য প্রকাশিত হয় 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর 'রববার' পত্রিকায়। নভেম্বরে 'মৃত্যুর পর মৃত্যু পেরিয়ে' গদ্যপুস্তিকা প্রকাশিত হয় 'বিজল্প' থেকে। ১১ নভেম্বর 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকায় 'দুপুরে নারকীয় হত্যালীলা, সন্ধ্যায় সুগন্ধি সংস্কৃতি' গদ্য প্রকাশিত হয়। ১২ নভেম্বর 'সংবাদ প্রতিদিন' 'ইডেনে শীতের দুপুর' গদ্য প্রকাশিত হয়। ৭ ডিসেম্বর 'আপনি চলে যান' গদ্য প্রকাশিত হয় 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকায়।

২০০৮: জানুয়ারিতে 'আকস্মিকের খেলা', 'খণ্ড খণ্ড সময়চিত্র', 'জয়ের শঙ্খ', 'জয়ের শক্তি', 'নিজের জীবনানন্দ', 'নিজের রবীন্দ্রনাথ', 'পাড়া-ক্রিকেট, ক্রিকেট পাড়া' এই সাতটি গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় প্রতিভাস থেকে। 'প্রতিভাস' থেকেই প্রকাশিত হয় 'যেখানে বিচ্ছেদ' কাব্যনাটক, 'শয্যাগত' উপন্যাস। 'নন্দর মা' কনিতা প্রকাশিত হয় ১৩ জানুয়ারি 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর 'রোববার' পত্রিকায়। ফেব্রুয়ারিতে 'ভালোটি বাসিব' কাব্যের কবিতা লেখা শেষ হয়। মার্চে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রকাশিত হয় 'প্রতিভাস' থেকে। কবিতা লেখা বন্ধ ছিল ২০১১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত। নিজের কবিতা পড়া আর অভিজ্ঞতার অনুভব নিয়ে 'গোঁসাইবাগান' শিরোনামে 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর 'রোববার' পত্রিকায় ধারাবাহিক কলাম

লেখা শুরু হয়। ১০ জুন 'ভালোটি বাসিব' গ্রন্থাকারে প্রকাশ 'প্রতিভাস' থেকে। প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেছিলেন হিরণ মিত্র। কোনও উৎসর্গপত্র ছিল না। 'শারদীয়া প্রতিদিন'-এ 'অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি' উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

২০০৯: জানুয়ারিতে উপন্যাস 'অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি' ও গল্পের বই 'কবির গল্প' গ্রন্থাকারে প্রকাশ 'প্রতিভাস' থেকে। ২৪ মে 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর 'রোববার' পত্রিকা-তে 'মানুষের মতো পূর্ণ' গদ্য প্রকাশ। সেপ্টেম্বরে 'নন্দর মা' কাব্যপুস্তিকা প্রকাশিত হয় 'প্রতিভাস' থেকে। 'ঘড়ির আধারে' উপন্যাস প্রকাশিত হয় 'শারদীয়া প্রতিদিন'-এ। নভেম্বরে মেলবোর্ন, সিডনি সফর। কবি জসীমউদ্দীনের স্মরণে ১৫ নভেম্বর সিডনির ব্ল্যাকটাউন বয়েজ স্কুলে অনুষ্ঠিত সাহিত্যসভায় যোগদান। ১৩ ডিসেম্বর; 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর 'রোববার' পত্রিকায় 'গন্ধবন্ধনে' শীর্ষক গদ্য প্রকাশ।

২০১০: জানুয়ারি 'ভতের কথা' গদ্যপুস্তিকা প্রকাশিত হয় 'বিজল্প' থেকে। 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর 'রোববার' পত্রিকায় 'ফেসবুক' কলাম লেখা শুরু। ১০ জানুয়ারি গোঁসাইবাগান' গদ্যগ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় 'প্রতিভাস' থেকে। মুক্তগদ্য ও কবিতার সংকলন 'জলঝারি' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'প্রতিভাস' থেকে। ১৯ মার্চ দিল্লির ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে অনুষ্ঠিত 'অল্মোস্ট আইল্যান্ড ডায়লগ'-এ রচনা পাঠ। ২১ মার্চ আমন্ত্রিত ন্যান্য বক্তাদের সঙ্গে আলাপচারিতা। ছিলেন অনিতা অগ্নিহোত্রী, চিনের লেখক xu xi। এপ্রিলে 'দেশ' পত্রিকার ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে 'দেশ'-এর কবিতা ১৯৮৩-২০০৭' কবিতা সংকলনে এগারোটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়। ভূমিকা লেখেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সম্পাদনা করেন হর্ষ দত্ত। মে মাসে চিনের লেখকদের সঙ্গে বেইজিং আর সাংহাইতে আয়োজিত 'অলমোস্ট আইল্যান্ড ডায়লগ'-এ যোগদান করেন। অক্টোবরে 'দশটি উপন্যাস' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.' থেকে। ডিসেম্বরে 'ফেসবুক' কলাম লেখা সমাপ্ত হয়।

২০১১: জানুয়ারিতে 'গোঁসাইবাগান; গদ্যগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড এবং 'পিতা', 'ষড়যন্ত্রকারী', আর ঘড়ির আধারে' তিনটি উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'প্রতিভাস' থেকে। নির্বাচিত পঁচিশটি 'দীর্ঘ কবিতা' সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'প্রতিভাস' থেকে। ফেব্রুয়ারিতে 'হার্মাদ

শিবির' কাব্যপুস্তিকা প্রকাশিত হয় 'বিজল্প' থেকে। প্রচ্ছদ করেছিলেন রোচিষ্ণু সান্যাল। পেপারব্যাক আকারে ৩২ পৃষ্ঠার এই বইটি কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হয়। ৬ মার্চ 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর 'রোববার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'কুরূপা-কাহিনি' কবিতা। ১৫ এপ্রিল 'ফুলগাছে কী ধুলো!' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'প্রতিভাস' থেকে। প্রচ্ছদ করেন সুদীপ্ত দত্ত। ৬৪ পাতার এই কাব্যগ্রন্থটির দুটি অংশ রয়েছে- 'ঝিকমিক ঝিকমিক' এবং 'শীতকাল-এর কবিকে'। একগুচ্ছ প্রেমের কবিতার পাশাপাশি রয়েছে প্রিয় কবির প্রতি শোকজ্ঞাপন করে স্মৃতির কথামালা। ১৭ এপ্রিল-২মে এই সময়কালে লিখিত হয় 'দু দণ্ড ফোয়ারামাত্র' কাব্যের সমস্ত কবিতা। জুনে 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর 'রোববার' পত্রিকায় 'জয় চতুর্দশী' শীর্ষক সংখ্যায় চোদ্দটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৭ জুলাই 'একদিন নবপত্রিকা': 'দানব', 'শিকল', 'পুস্তক', 'ঘুমে একটা বৃষ্টি', 'হামিদা', 'অলু', আর 'নোংরাওয়ালা'-এই আটটি কবিতা প্রকাশিত হয়। আগস্টে 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর 'ছুটি'-তে 'কবিতা একাদশ' প্রকাশিত হয়। সেপ্টেম্বরে 'দু দণ্ড ফোয়ারামাত্র' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.' থেকে। প্রচ্ছদ করেন সুব্রত চৌধুরী। নভেম্বরে ডিব্রুগড় যাত্রা করেন। ১০ নভেম্বর 'আত্মীয়স্বজন' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'প্রতিভাস' থেকে। প্রচ্ছদশিল্পীর নাম উল্লেখিত হয়নি। 'রচনাসমগ্র' পুরস্কার পান 'ভারতীয় ভাষা পরিষদ' থেকে সারাজীবনের সাহিত্যকৃতির জন্য। IIpm এর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেমোরিয়াল আওয়ার্ড' গ্রহণ করেন। ১৯ ডিসেম্বর 'মায়ের সামনে স্নান করতে লজ্জা নেই' কাব্যের কবিতা লেখা শুরু করেন।

২০১২: জানুয়ারিতে '১০০টি প্রেমের কবিতা', উপন্যাস 'খাদ' এবং 'গদ্যগ্রন্থ 'ফেসবুক' প্রকাশিত হয় 'প্রতিভাস থেকে। গদ্য ও কবিতার সংকলন 'বিজল্পের জয়' গ্রন্থ প্রকাশ 'বিজল্প' থেকে। ৩০ জানুয়ারি 'মায়ের সামনে স্নান করতে লজ্জা নেই' কবিতা রচনা শেষ করেন। ১৮ মার্চ 'চিঠি' আয়োজিত 'অপ্রকাশিত জয় গোস্বামী' শিরোনামে একক কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে, 'মায়ের সামনে স্নান করতে লজ্জা নেই'-এর পাণ্ডুলিপি পাঠ। একশো তেরোটি কবিতা পাঠ করেন। এপ্রিলে প্রকাশিত হয় 'মায়ের সামনে স্নান করতে লজ্জা নেই' কাব্যটি 'সিগনেট প্রেস' থেকে। প্রচ্ছদশিল্পী সুব্রত চৌধুরী। ২৪ এপ্রিল 'একলা

কান্নার স্নানঘর', 'গানের হৃদয়' গদ্যগ্রন্থের প্রকাশ 'প্রতিভাস' থেকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'বঙ্গসম্মান' এবং 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মানে সম্মানিত করেন। ২ জুলাই 'দেশ 'একান্নবর্তী' শিরোনামে আঠারোটি কবিতা প্রকাশ। 'শারদীয় দেশ'-এ 'দিদি' শিরোনামে দুট কবিতা প্রকাশিত হয়। 'শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা'-তে 'ঠাকুমা' কবিতা প্রকাশ। 'শারদীয়া নবপত্রিকা'-তে 'নৌকার ভগ্নাংশ' শিরোনামে তেরোটি কবিতা প্রকাশ। ২ নভেম্বর 'দেশ' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যায় '২৫ অক্টোবর, ২৯১২' কবিতা প্রকাশিত হয়। 'একান্নবর্তী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'সিগনেট প্রেস' থেকে। কবিতার বই 'প্রায় শস্য'-এর কবিতালেখা শুরু।

২০১৩: ২ জানুয়ারি 'দেশ' পত্রিকায় স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধ শতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যায় 'প্রায় শস্য' শিরোনামে একুশটি কবিতা প্রকাশিত হয়। জানুয়ারিতে 'গোঁসাইবাগান' গদ্যগ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড ও উপন্যাস 'টাকা' প্রকাশিত হয় 'প্রতিভাস' থেকে। কবিতাসংগ্রহ চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়। 'Whale & Star press' থেকে 'সিলেক্টেড পোয়েমস: জয় গোস্বামী' প্রকাশিত হয়। ৩ ফেব্রুয়ারিতে 'সংবাদ প্রতিদিন'-রত 'রোববার'-এ 'কৌতুক অভিনেতার মৃত্যু' কবিতা প্রকাশিত হয়। ২ এপ্রিল 'দেশ' গণেশ পাইন স্মরণ সংখ্যায় 'চিত্রকর' কবিতা রচনা। এপ্রিলে 'বিষ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'সিগনেট প্রেস' থেকে। পশভচমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি আয়োজিত 'কবির সঙ্গে দেখা' শিরোনামে অনুষ্ঠানে একক কবিতাপাঠ ১০ আগস্ট। সরোদে ছিলেন পন্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। 'শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা' 'দেখা' শিরোনামে পাঁচটি কবিতা প্রকাশ। 'শারদীয়া এই সময়' 'বন্ধুরা' কবিতা প্রকাশিত হয়। ২ নভেম্বর কবির ষাট বছর পূর্ণ হয়। ১ ডিসেম্বর 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় 'এই' শিরোনামে তেরোটি কবিতা প্রকাশিত হয়।

২০১৪: জানুয়ারিতে 'প্রায় শস্য' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ 'সিগনেট' থেকে। 'পুরী সিরিজের কবি' গদ্যগ্রন্থের প্রকাশ 'দে'জ পাবলিশিং' থেকে। ২০ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি আয়োজিত 'ভাষা উৎসব'-এ জীবনানন্দ স্মরণ অনুষ্ঠানে 'আমার জীবনানন্দ' বিষয়ে বক্তৃতা। ২ মার্চ 'দেশ' পত্রিকায় 'গরাদ গরাদ' শিরোনামে পঁচিশটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৭ আগস্ট মুম্বাই 'হারপার কলিনস্' প্রকাশিত 'জয় গোস্বামী: সিলেক্টেড পোয়েমস্' প্রকাশ

উদ্যাপন উপলক্ষ্যে ‘কিতাব খানায়’ উক্ত গ্রন্থের অনুবাদিকা সম্পূর্ণা চ্যাটার্জী এবং রঞ্জিত হসকোটের কথোপকথন। ২৭ জুন কলকাতায় সাহিত্য আকাডেমি আয়োজিত ‘কবি-সন্ধি’ অনুষ্ঠানে একক কবিতা পাঠ। ২৯ জুন ‘গোঁসাইবাগান’ কলাম লেখা শেষ। সেপ্টেম্বরে ‘শিলাদিত্য’-তে ‘শেষ’ কবিতা প্রকাশ। ‘শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা’-তে ‘ধ্বংসবিবরণ’ শিরোনামে এগারোটি কবিতা প্রকাশ। অক্টোবরে ‘শারদীয় দেশ’-এ ‘অধীর’ শিরোনামে দুটি কবিতা প্রকাশ। ২ নভেম্বর মুম্বাই ইন্টারন্যাশনাল লিটারারি ফেস্টিভ্যাল যাত্রা এবং ‘পোয়েট লরিয়েট’ সম্মান গ্রহণ। ২৫ নভেম্বর বাংলা আকাডেমি সভাঘরে শক্তি চট্টোপাধ্যায়-কে নিয়ে বক্তৃতা প্রদান। ২০০৭ থেকে ২০১৪ ‘গোঁসাইবাগান’ কলাম লেখেন কবি। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের কাছে ‘গোঁসাইবাগান’ প্রত্যাখাত হলে ছাত্র-ছাত্রীদের কথা ভেবে লেখা বন্ধ করেন।

২০১৫: ১৭ জানুয়ারি দেশ’ পত্রিকায় ‘শিশুতীর্থ’ শিরোনামে দুটি কবিতা প্রকাশ। জানুয়ারিতে ‘গরাদ গরাদ’ কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ‘সিগনেট প্রেস’ থেকে। ‘সপ্তর্ষী’ থেকে প্রকাশিত হয় কবিতা সংকলন ‘ভাস্কর চক্রবর্তী স্মরণে’। ২৩ জানুয়ারি ‘ভালো বই’ আয়োজিত উৎপলকুমার বসুর কাব্যগ্রন্থ ‘হাঁস চলার পথ’ প্রকাশ অনুষ্ঠানে তাঁর কবিতা পাঠ। এপ্রিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক ডি. লিট গ্রহণ। মে কবিতাসংগ্রহ পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ২ মে ‘দেশ’ ধ্বংসের প্রলাপ’ দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। ২৪ মে ‘এইসময়’ সংবাদপত্রের ‘রবিবারোয়ারি’-র নজরুল সংখ্যা: বিশ্বভারতী ছিল না, তবু তাঁর গান বাঙালি আপন করে রেখে দিয়েছে’ গদ্য প্রকাশ। জুন নিজের প্রকাশনা এওবং নামাঙ্কনে ‘পুস্তকমালা’-র প্রকাশ শুরু করেন। ২২ আগস্ট ‘পঞ্চম বৈদিক’ নাট্যদলের নাটক ‘কারুবাসনা’-য় ‘বিশেষ ভূমিকায়’ নাটকে প্রথম অভিনয়। নাট্য নির্দেশনায় ছিলেন অর্পিতা ঘোষ। ২ সেপ্টেম্বর ‘দেশ’ ‘শৃগাল একাদশ’ শিরোনামে এগারোটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ১২ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি আয়োজিত ‘গদ্যের গল্প সল্প’ অনুষ্ঠানে অমিত চৌধুরীর সঙ্গে কথালাপ। সঙ্গী অভীক মজুমদার। ১৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের প্রেসক্লান ভবনে ‘বাতিঘর’ বই দোকানের দশ বছর উপলক্ষ্যে ‘আমার জীবন আমার রচনা’ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। ২৬ সেপ্টেম্বর কলামন্দিরে ‘কালি ও কলম’ পত্রিকা আয়োজিত অনুষ্ঠানে একক

কবিতা পাঠ। সরোদে ছিলেন পন্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। ‘শারদীয় দেশ’ পত্রিকা ‘পুরানো জানিয়া’ শিরোনামে দশটি কবিতা প্রকাশ। ‘শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা’ ‘বধ্যভূমি একাদশ’ কবিতা প্রকাশ। শারদীয়া এইসময়’ ‘যাত্রা’ কবিতা প্রকাশ। ২৪ নমেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি আয়োজিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথনবনুশঠানে সভামুখ্য। ৯ ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি.লিট গ্রহণ। ২৪ ডিসেম্বর ব্রাত্যজন আয়োজিত নীতিকা বসু স্মারক বক্তৃতা প্রদান। ২৭ ডিসেম্বর ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর ‘রোববার’ পত্রিকাতে ‘মধুবাবু ও খুকুমণি’ শীর্ষক গদ্যলেখা প্রকাশিত হয়।

২০১৬: ৩ জানুয়ারি ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর ‘রোববার’ পত্রিকাতে ‘রাণাঘাট লোকাল শিরোনামে কলাম লেখা শুরু। প্রথম গদ্যটির নাম ‘ডানাভাঙা ও মনেরো কথা’। জানুয়ারিতে ‘নিশ্চিহ্ন’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ‘সিগনেট প্রেস’ থেকে। ‘কাগজের ঠোঙা’ থেকে প্রকাশিত হয় ‘চরিত্র খারাপ’ কাব্যপুস্তিকা। ‘সপ্তর্ষি’ থেকে প্রকাশিত হয় ‘তীর্থ’ গদ্যগ্রন্থ। উপন্যাস সংকলন ‘ভগ্নাংশ নির্ণয়’ প্রকাশিত হয় ‘দে’জ পাবলিশিং’ থেকে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি ‘বাংলা বই’-তে ‘চিত্রকরের কবিতা’ গদ্য প্রকাশ। ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয় নিজের প্রকাশনা এবং নামাঙ্কনে ‘পুস্তিকামালা’-র শেষ বই। ২০১৫ -জুন ২০১৬ দশটি বই প্রকাশিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি আয়োজিত বিদ্যাসাগর স্মারক বক্তৃতায় বিষয় ছিল- ‘কবিতার ভাষা: কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ’। ২৭ মার্চ ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর ‘ছুটি’-তে ‘সমুদ্রপাখির ডানা’ গদ্য প্রকাশিত হয়। ১০ এপ্রিল ‘একটি হাসির গল্প’ প্রকাশিত হয়। ৮ মে ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর ‘রোববার’ পত্রিকা ‘জাতিস্মর চিত্রশালা’ গদ্য প্রকাশিত হয়। ২৬ জুন ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর ‘রোববার’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ‘শুধুই কি ব্যারিটোন’ গদ্য। ‘শেষের কবিতা’ গদ্য প্রকাশিত হয় ৩ জুলাই ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর ‘রোববার’ পত্রিকাতে। ২৫ জুলাই ভাই তিলক গোস্বামীর মৃত্যু ঘটে। ২৮ আগস্ট ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর ‘ছুটি’-তে ‘হানিফ মহম্মদ’ গদ্য প্রকাশ। ‘শারদীয় দেশ’ পত্রিকা ‘শাহেনশাহ ও বীণাকার’ কবিতা প্রকাশ। ‘শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা’ ‘গাও গুণকেলি গুণিজন মে’ শিরোনামে দুটি কবিতা প্রকাশ। ‘শারদীয়া এইসময়’ ‘তরুণীর কথা,

তার একদা প্রেমিকের প্রতি' কবিতা প্রকাশ। 'শারদীয়া প্রতিদিন' 'আচ্ছন্নসমূহ' শিরোনামে ন-টি কবিতা প্রকাশ। ১৬ অক্টোবর 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর 'রোববার পত্রিকা 'প্রলাপ পাঁচালি', দীর্ঘ কবিতা প্রকাশ। ১৭ নভেম্বর 'দেশ' 'আমরা সেই চারজন' শিরোনামে একচল্লিশটি কবিতা প্রকাশ। ১৮ নভেম্বর নন্দন দুই-ইয়ে জয় গোস্বামীর উপর নির্মিত 'Lake of Fleeting Lights' তথ্যচিত্র প্রদর্শন। পরিচালক মলয় দাশগুপ্ত। ২৫ ডিসেম্বর 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর 'রোববার' পত্রিকাতে 'নীরার নিভৃতি' গদ্য রচনা।

২০১৭: জুন, ২০১৫- জুলাই, ২০১৬ পর্যন্ত লেখা কবিতা নিয়ে জানুয়ারিতে 'সপাং সপাং' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ 'সিগনেট' প্রকাশনা থেকে। ৮ জানুয়ারি 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর 'রোববার' পত্রিকা 'আশ্রয়' শীর্ষক কবিতা প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ করেন শঙ্খ ঘোষ-কে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২৪ ঘন্টা অনন্য সম্মান গ্রহণ। ১২ মার্চ 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর 'ছুটি'-তে 'রঙের কাহিনি' শিরোনামে চোদ্দটি কবিতা প্রকাশ। ২১ মার্চ 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মেমোরিয়াল' আওয়ার্ড গ্রহণ। ২ এপ্রিল 'ঈর্ষা গল্প প্রকাশ পায় 'দেশ' পত্রিকায়। ২ মে 'অনন্ত আর আশ্রম' গদ্যপুস্তিকা প্রকাশিত হয় 'ভালো বই' প্রকাশনা থেকে। প্রকাশ করেন শঙ্খ ঘোষ। ১৭ মে 'গৃহহারা' কবিতা প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায়। ২ জুন 'দেশ' পত্রিকা 'শৈশব থেকেই মাতৃভাষার স্বাদ' গদ্য প্রকাশিত হয়। ১৭ জুন 'দেশ' পত্রিকা 'কাঁচা কবিতার গুচ্ছ' শিরোনামে বাহান্নটি কবিতা প্রকাশ। ২৪ জুন 'কারিগর সাহিত্য সম্মান' গ্রহণ শঙ্খ ঘোষের হাত থেকে। ১৪ জুলাই 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' অনুষ্ঠানে শঙ্খ ঘোষের কবিতা এবং গদ্য পাঠ। ২৯ জুলাই 'এবিপি আনন্দ' আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাহিত্যে 'সেরা বাঙালি' সম্মান গ্রহণ। 'সংবাদ প্রতিদিন'- 'জয়ের ডায়েরি' ধারাবাহিকে 'ইস্কুল জীবনে ওই একদিনই মার খাওয়া' গদ্য রচনা প্রকাশ। আগস্টে 'শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় 'যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে...' শিরোনামে পঁচিশটি কবিতা প্রকাশ। ৭ সেপ্টেম্বর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি.লিট গ্রহণ। 'শারদীয় দেশ' পত্রিকা 'পড়ন্ত বেলার রাঙা আলো' কবিতা প্রকাশ। 'শারদীয়া আজকাল' পত্রিকা 'শান্তি', 'আলো', 'আসা', 'হাসি' শিরোনামে চারটি কবিতা প্রকাশ। 'শরৎ পুরস্কার' গ্রহণ। ২ অক্টোবর 'দেশ' পত্রিকা 'মনশস্যকণা' শিরোনামে তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৭ ডিসেম্বর সংবাদ প্রতিদিন'- এর 'রোববার' পত্রিকা

‘নতুন জানলা’ শিরোনামে বাইরশটি কবিতা প্রকাশ। ২৪ ডিসেম্বর ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর ‘রববার’ পত্রিকা ‘দেশের বাড়ি’ বিশেষ সংখ্যায় ‘চিরজীবিত তারার আলো’ গদ্য রচনা। ভারতীয় জ্ঞানপীঠ প্রদত্ত ‘মূর্তিদেবী’ পুরস্কার গ্রহণ। ‘আমরা সেই চারজন’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ ‘সিগনেট প্রেস’ থেকে।

২০১৮: ২ জানুয়ারি ‘দেশ’ পত্রিকা ‘আমার সংহিতা পুরস্কার’ শিরোনামে একুশটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ৭ জানুয়ারি ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’-র ‘রবিবাসরীয়’-তে ‘গানের শিউলিগাছ’ ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়। জানুয়ারিতে গদ্যগ্রন্থ ‘রাণাঘাট লোকাল’ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ‘দে’জ পাবলিশিং’ থেকে। গদ্যগ্রন্থ ‘কবিতা: যশোধরা’ প্রকাশ ‘সপ্তর্ষী’ থেকে। ছোটোগল্পের বই ‘গল্পের পাড়া ক্রিকেট’ প্রকাশ ‘সপ্তর্ষী’ থেকে। ছোটোদের গদ্য ও ছড়ার বই ‘স্বাধীনতা দিবসের পড়াশোনা’ এবং ‘হুলোর টুলের পাশে’ (প্রথম প্রকাশ: ‘দোয়েল’) প্রকাশিত হয় ‘সপ্তর্ষী’ থেকে। ২ ফেব্রুয়ারি ‘দেশ’ পত্রিকা বইসংখ্যা ‘দিগ্বিদিকের কবিরা’ গদ্য প্রকাশ। ৩ মার্চ জ্ঞানমঞ্চে ‘দে’জ পাবলিশিং’ আয়োজিত সভায় গদ্য ও কবিতা পাঠ। ১৭ মার্চ ‘সংবাদ প্রতিদিন’ ‘জয়ের ডায়েরি’ ধারাবাহিক ‘কে বলল নবীন প্রজন্ম বাংলা ভাষা থেকে মুখ ফেরাছে’ গদ্য প্রকাশিত হয়। ২৫ মার্চ ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর ‘রোববার পত্রিকা ‘উৎপল চরিত মানস’ গদ্য প্রকাশিত হয়। ১৫ এপ্রিল ‘প্রাণহরা সন্দেশ’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ‘সিগনেট প্রেস’ থেকে। ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর নববর্ষের বিশেষ ক্রোড়পত্রে ‘কাঁহা যাও গায়কি’ শিরোনামে গদ্য প্রকাশ। ২২ এপ্রিল ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর ‘রোববার’ পত্রিকায় ‘রাণাঘাট লোকাল’ কলাম লেখা সমাপ্ত হয়। শেষ গদ্যের নাম ‘শেষ লোকাল’।

(৩)

কবি জয় গোস্বামী যেহেতু এখনো লিখছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখেছেন সেহেতু এখানে ১৯৫৪ থেকে ২০১৮ সালের সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ সাহিত্য-জীবনপঞ্জি তুলে ধরা হল। এবার আমরা অধ্যায় ধরে জয় গোস্বামীর কবিতার শৈলীবিচার (১৯৭৭-২০১৪) এই শিরোনামে লিখিত সন্দর্ভের পরিচয় দেব। কবিতার বিষয়ের সঙ্গে শৈলীর গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। কবিতা ভাষার মাধ্যমে লিখিত হয়। কবির নিজস্ব চিন্তাজগতের সঙ্গে ভাষার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আবার যে-কোনো আলাদা

বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য হয় আলাদা ভাষা। কবির ব্যক্তিস্বভাব, চিন্তা, চেতনা যে ভাবের সৃষ্টি করে তা কবিতায় ফুটে ওঠে ভাষার মাধ্যমেই। তাঁর ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ', 'প্রত্নজীব', 'আলেয়া হ্রদ', 'সূর্য-পোড়া ছাই'-এর মতো কাব্যে আমরা লক্ষ করি বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে মহাজাগতিকতা, সৃষ্টি রহস্য, কোটি কোটি বছরের পৃথিবী, গ্রহ, তারা আর জীববৈচিত্র্য। আবার 'উন্মাদের পাঠক্রম', 'ভুতুমভগবান'-এ দেখি মৃত্যু যন্ত্রণা, ক্ষোভ, বিক্ষোভে মাতৃবিয়োগ, স্বজন হারানোর চিত্র ধরা পড়েছে। শারীরিক অসুস্থতা, যন্ত্রণা, প্রেমের বিধ্বংসী রূপ। প্রেমের কোমলতা, রোমান্টিকতা ফুটে উঠেছে 'ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা?', 'পাগলী, তোমার সঙ্গে'-এর মতো কাব্যে। সাধারণ জনজীবন, সমাজচিত্র, শহর কলকাতা, মফস্বল, পরিবার, গ্রাম-শহরের ভালোবাসার সম্পর্কগুলো উঠে এসেছে 'জগৎবাড়ি' কাব্যে। সারাজীবনের ব্যক্তি-সঞ্চয়, জীবন-অভিজ্ঞতা, প্রিয়জন-পরিজনেদের সান্নিধ্য সবকিছুই উঠে এসেছে 'আত্মীয়স্বজন' কাব্যে। এ-ছাড়া কবিবন্ধুদের প্রসঙ্গও এসেছে। প্রতিবাদের কবিতা হিসেবে দেখি 'হার্মাদ শিবির', 'শাসকের প্রতি' কাব্যকে। যখনই কোনো সামাজিক অপরাধ, অন্যায় সংগঠিত হয়েছে কবি কলম ধরেছেন। সংবেদনশীল কবি-হৃদয় কলম ধরেছে যে-কোনোরকম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। ফলে তাঁর সমস্ত কাব্যই বিষয় হিসেবে আলাদা একে অপরের থেকে। বিষয় অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়েছে ভাষা। প্রেমের ভাষা, অবচেতনের ভাষা, প্রতিবাদের ভাষা, সাধারণ মানুষের জীবনচিত্রের উপযোগী ভাষা এরকম অসংখ্য ক্ষেত্রে শব্দ, পদ, বাক্য সমেত সম্পূর্ণ কবিতার ভাষাই শৈলীগত ভিন্নতা লাভ করেছে। বদলেছে কবিতার ভাষার নানা উপাদান। ছন্দ, অলংকার, চিত্রকল্প, প্রতীক এমনকি লেখরীতিতেও বারবার পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা তাঁর প্রথম কাব্যেই দেখি সনেট রীতির ব্যবহারকে। সনেট দিয়ে শুরু করে ব্যালাড, ওড, এলিজি সহ একাধিক পাশ্চাত্য রীতিতে কবিতা রচনা করেছেন। এসেছে ছোটো কবিতা কাপলেট, ট্রিপলেটও। ছন্দের ক্ষেত্রে মিশ্র কলাবৃত্ত, সরল কলাবৃত্ত, দলবৃত্তের পাশাপাশি সফলতার সঙ্গে প্রবহমান পয়ার, গদ্যছন্দের ব্যবহার করেছেন একাধিক কাব্যে। সত্তরের দশক থেকে একবিংশ শতকের দুই দশক ধরে লিখছেন তিনি। এই বিরাট সময়পর্বে কাব্যকবিতার জগতেও এসেছে পরিবর্তন। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নানা উত্থানপতনের মধ্য

দিয়ে এগিয়ে গেছে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি। কাব্যকবিতা সেই নানামুখী বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন বাঁকে প্রবাহিত হয়েছে। ভাষাশৈলীগত বিচার, বিশ্লেষণে জয় গোস্বামীর কবিতা এক বিরাট সময়ের প্রতিনিধিত্ব করছে। আমরা কবির কবিতার শৈলীগত আলোচনার মধ্য দিয়ে বিরাট প্রেক্ষাপটে বাংলা কবিতায় তাঁর অবস্থানকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে প্রয়াসী।

প্রথম অধ্যায়: প্রথম অধ্যায়ে 'জয় গোস্বামীর কবিতার বিষয়বৈচিত্র্য' তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি। কবিতার শৈলীর আলোচনা একেবারে বিষয়বস্তুহীন হতে পারে না। বিষয়ের সঙ্গে শৈলীর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কবিতার ক্ষেত্রে দুটো অর্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি বাচ্যার্থ অন্যটি প্রতীয়মান অর্থ। কবিতা ভাষারই কারসাজি। কবি তাঁর চিন্তা-চেতনা, ভাবকে প্রকৃতি, সমাজ, বস্তুপৃথিবীর নানা উপাদানে সংগঠিত করে প্রকাশ করেন। ভাষার অজস্র উপাদানে সেই সংগঠিত শিল্পকে পাঠক আস্বাদন করেন। এক্ষেত্রে একদিকে কবির শিল্পগুণ নির্ভর করে ধ্বনি, শব্দ, পদ, বাক্য সহ একাধিক উপাদানে কবিতায় তাঁর কথাকে তুলে ধরার ক্ষমতার ওপর অন্যদিকে পাঠকের ক্ষেত্রেও একইভাবে রস আস্বাদনে সেই উপাদানগুলোর মাধ্যমে অর্থময় জগতের সন্ধান পাওয়াও নির্ভর করে পাঠকের গ্রহন ক্ষমতা, বোধশক্তির ওপর। কাব্যরসের এই প্রক্রিয়ার বাইরে আমরা জানি ভাষাশৈলীর একাধিক দিক রয়েছে। জয় গোস্বামীর কাব্যচেতনাকে বিচার, বিশ্লেষণ করতে আমাদের সেইসব তত্ত্বের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। সমস্তই বিষয় আর ভাষাকে অবলম্বন করে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে জয় গোস্বামীর কবিতার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করতে গিয়ে খুঁজে পেয়েছি বিশেষ কতগুলো দিক। জয় গোস্বামীর কবিতার ভেতর আত্মমগ্নতা, স্বপ্নচারিতা, অবচেতন মনের প্রভাব রয়েছে যথেষ্টই। সেজন্য প্রথমেই আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করছি জয় গোস্বামীর 'আত্মমগ্ন কবিতার স্বরূপ'। এইসব কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে মহাবিশ্ব, মহাজগত, সৃষ্টি, সময়, জন্ম-মৃত্যু চিন্তা, বহুকালের জীববৈচিত্র্য। এই নির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক কাব্যকবিতার ভাষাও বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। তৎসম শব্দের ব্যবহার, কঠিন শব্দ ব্যবহার, অপেক্ষাকৃত ঘনপীনদ্ধ ভাষা ব্যবহার ঘটেছে। এসেছে মহাজাগতিক এবং জীবজগতের বিবর্তন, বিপর্যয়ের ঘটনা। স্বপ্নচারিতায়, অবচেতনায় সেইসব দৃশ্যকল্পে ধরা

দিয়েছে। আমরা লক্ষ করেছি তাঁর কবিতায় শরীর, যৌনতা এক বিশেষ উপাদান হিসেবে বারবার এসেছে। অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে রয়েছে– 'প্রেম- নারী- সম্পর্কের স্বরূপ উদ্ঘাটন'। জয় গোস্বামীর কবিতার দীর্ঘ অংশ জুড়ে রয়েছে প্রেম। প্রেমের কবিতার মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতায় নিজস্ব স্বর সৃষ্টি করেছেন। প্রেম-নারী-সম্পর্কের মূল বিচারক কবি নিজেই। আত্ম-সমালোচনায় বহু সম্পর্কের মূল্যায়ন করেছেন তিনি। আবার একেবারে হৃদয় উজার করা প্রেমের রোমান্টিক অনুভূতিকেও ক্লাসিক চেতনা দিয়েছেন। প্রেমের বহু সংজ্ঞা, বহু ভাষাকে আবিষ্কার করেছেন কবি। সামাজিক স্তর, শ্রেনিজীবন, গ্রাম, শহর, মফস্বল সবকিছু মিলিয়ে ছোটো-বড়ো সকলেরই প্রেমের অসংখ্য দিকের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন তিনি। যে প্রণয় সম্পর্কের কোনো নাম নেই অথচ সামাজিক বিশৃঙ্খলতায় মৃত্যু ঘটে সে-সব সম্পর্কের ভেতর ঢুকে আঘাতটুকু, শোকটুকু উপলব্ধি করেছেন। ভাষার তীক্ষ্ণতায় প্রেম-সম্পর্কের কবিতাগুলো সাধারণ শব্দ-অর্থের বাইরে বৃহৎ যুগ-সমাজের নিরিখে মানুষের ক্ষতগুলো চিনিয়ে দেয়। এই অর্থের পরত দেওয়া ভাষাশৈলী জয় গোস্বামীর অনবদ্য সৃষ্টি। তৃতীয় অংশে রয়েছে 'দেশ-কাল-রাজনীতি, বিপন্নতাবোধ ও প্রতিবাদ'। প্রতিবাদের স্বরে জড়িয়ে আছে নৃসংশতা, সন্ত্রাসের চিহ্ন। খুন, জখম, রক্তের বীভৎসতা ফুটে উঠেছে। কবিতার ভাষার দ্রোহ, ক্ষোভকে প্রকাশ করেছে। অবহেলিত, শোষিত মানুষের একজন হয়ে ব্যক্তি-জীবনের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে শোষণ, শাসনের ইতিহাস। দেশ-কাল-রাজনীতির কথা বলা হবে এখানে। সমাজকে ইচ্ছে করেই আলাদা করা হয়েছে। সমাজ বলতে সমাজমানসকে ধরা হয়েছে যেখানে উঁচুনিচু ভেদাভেদ, বৃত্তের বৈষম্য আলাদা আলাদা সংস্কৃতি, জীবনশৈলী দান করে। চতুর্থ অংশে রয়েছে- 'বাস্তব সমাজ ও জীবনের টানাপোড়েন'। এই অংশে সমাজের বিচিত্র রূপ স্থান বিশেষে কীভাবে বদলে যায় তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রাম-মফস্সল, নাগরিক জীবনে সামাজিক সম্পর্ক, নারীর অবস্থানকে দেখানো হবে। পঞ্চম অংশে রয়েছে- 'নামী-অনামী ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগতস্তরে কবিতার অনুষঙ্গ'। সারাজীবনের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় কর্মজীবন থেকে ব্যক্তিজীবন কতরকম গুণীজনেদের সাক্ষাত এবং তাদের স্মৃতিঘেরা বিস্ময় ধরা আছে এই অংশে। এই অংশটি সামগ্রিক কাব্যশৈলীর আলোচনায় প্রয়োজনীয় কারণ- কবির জীবন ও

মননের প্রত্যেকেরই প্রভাব ধরা পড়েছে। শিল্পকর্ম, ব্যক্তি-সম্পর্কের বিশ্লেষণে কবির কাব্যকবিতার যাত্রাপথ সূচীত হয়েছে। আমরা এক এক করে এই কয়েকটি বিষয়কেন্দ্রিক ভাষাগত উপাদানকে তুলে ধরব। এগুলোর মধ্য দিয়ে কবিতার মূল ভাবরসকে ধরা সম্ভব হবে বলে মনে করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়: গবেষণা সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা রেখেছি শৈলীতত্ত্বকে। কবিতার শৈলী আলোচনায় শৈলী বিষয়ে প্রাথমিক ধারণ রাখা প্রয়োজন। ভাষাশৈলীর বিরাট জগত থেকে আমরা কবিতার শৈলীকে আলাদা করে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য কবিদের কবিতার শৈলী বিষয়ক ধারণাকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাচ্যশৈলীর ব্যবহার মূলত নন্দনতাত্ত্বিক শৈলীবিচার অংশে করা হয়েছে। ভাষাশৈলীগত আলোচনায় মানদণ্ড হিসেবে আমরা মূলত পাশ্চাত্য শৈলীকেই তুলে ধরেছি। এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে-শৈলী, শৈলীবিজ্ঞান, শৈলীর স্বরূপ, বিশ শতকের বাংলা কবিতার শৈলী। আধুনিক বাংলা কবিতার দীর্ঘ সময়পর্বের ইতিহাসে শৈলীগত বিশিষ্টতা ও ভিন্নতাকে দেখানোর কথা ভেবেছি।

তৃতীয় অধ্যায়: পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা জয় গোস্বামীর কবিতার ভাষাতাত্ত্বিক শৈলীবিচার রেখেছি। এই অধ্যায়কে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ, রূপতাত্ত্বিক এবং শব্দ ও শব্দার্থগত প্রসঙ্গ, আন্বয়িক প্রসঙ্গ এই তিনটি অংশে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি জয় গোস্বামীর কবিতার ধ্বনিতত্ত্বগত ভিত্তিকে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ, শব্দদ্বিত্ব, বিশেষ ধ্বনি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ ভাবচেতনাকে কবিতায় প্রকাশ করতে পেরেছেন কবি। কীভাবে কবিতায় ধ্বনিঝংকার, মিলের সৃষ্টি হচ্ছে তা দেখানো হয়েছে। আমরা দেখি ''উন্মাদের পাঠক্রম', 'ভুতুমভগবান' কাব্যে ধ্বনিমিল, ধ্বনিসাম্যের প্রাধান্য। বিশেষ কিছু কাব্যে ধ্বনির মিল অমিল খুঁজে পাওয়া গেছে। কবিতার বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাষাশৈলীগত পরিবর্তন এসেছে কবিতায়। ধ্বনিগত দিকগুলোর জন্যই জয় গোস্বামীর কবিতা চমকপ্রদ হয়ে উঠেছে। রূপতত্ত্বের অংশে বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়াপদের ব্যবহারের কীভাবে শৈলীগত ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য এসেছে তা দেখানো হয়েছে। আমরা লক্ষ করি যে, প্রথমদিকে তিনটি এবং তারপরেও কিছু কিছু কবিতায় তৎসম শব্দের ব্যবহার বেশি হয়েছে। মাঝে মাঝে ধ্রুপদী ভাষা ব্যবহার লক্ষ করা

গেছে আবার সাধারণ জীবনের কথা বলতে চলিত বাংলার সাধারণ শব্দকেই ব্যবহার করেছেন 'জগৎবাড়ি', 'আত্মীয়স্বজন' এর মতো কাব্যে। শব্দ ও শব্দার্থগত প্রসঙ্গে আমরা জয় গোস্বামীর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের নিজস্ব জগতকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেক কবিরই নিজস্ব কিছু শব্দভাণ্ডার থাকে যা উঠে আসে কবির স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও সমাজ-পরিবেশ থেকে। জয় গোস্বামী কবিতার শব্দ ব্যবহারের মূলত রাঢ়ী উপভাষার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এ-ছাড়া বিষয় ও চরিত্র অনুযায়ী ভাষারীতির প্রয়োগ করেছেন কবি। শব্দ তার প্রাথমিক অর্থের জগত পেরিয়ে কীভাবে ভিন্ন জগতে নিয়ে যায় অর্থকে চিহ্নতত্ত্বের মাধ্যমে তা দেখানো হয়েছে। আন্বয়িক শৈলী বিচারে জয় গোস্বামীর কবিতার আন্বয়িক গঠনকে তুলে ধরা হয়েছে। কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার নানারূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহারে আমরা খুঁজে পেয়েছি নানারকম পদ্গুচ্ছের সংগঠনকে। এই সংগঠন কীভাবে শৈলীগত ভিন্নতা সৃষ্টি করছে তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: গবেষণার এই অধ্যায়ে আমরা জয় গোস্বামীর নন্দনতাত্ত্বিক শৈলীবিচারে অগ্রসর হয়ে মূলত তিনটি বিষয়কে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি। যথা- চিত্রকল্প ও প্রতীক, ছন্দ ও অলংকার এবং লেখতত্ত্ব। চিত্রকল্পের ক্ষেত্রে আমরা জয় গোস্বামীর কবিতায় ইন্দ্রিয়নির্ভর চিত্রকল্প ছাড়াও উদ্ভট চিত্রকল্প খুঁজে পেয়েছে। সিনাস্থেসিয়া (Synaesthesia) চিত্রকল্প, মাইক্রোকজম (Microcosm) ও ম্যাক্রোকজম (Macrocosm), উদ্ভট (Grotesque) চিত্রকল্পে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতীকের ক্ষেত্রে প্রাণী, বস্তু, উদ্ভিদ, পুরাণ প্রতীকের পাশাপাশি অন্যান্য প্রতীকী চেতনায় জয় গোস্বামীর কবিতাকে ধরার চেষ্টা করব। ছন্দ ও অলংকার ব্যবহারে দেশী-বিদেশী ছন্দে ও অলংকারের ব্যবহারকে খুঁজে বিশ্লেষণ করা হবে। এক্ষেত্রে সনেট, ওড, এলিজি, কাপলেট, ট্রিপলেট সহ একাধক ছন্দ ব্যবহারকে বিশ্লেষণ করা হবে। অলংকারের ক্ষেত্রে উপমা, অনুপ্রাস, সমাসোক্তি সহ একাধিক বিদেশী অলংকারের মাধ্যমে জয় গোস্বামীর কাব্যকবিতার বিশ্লেষণ করা হবে। লেখতত্ত্বের ক্ষেত্রে লেখনরীতি, অক্ষরশয্যা, যতিচিহ্নের ব্যবহার, বাক্য মধ্যবর্তী কিংবা পদ বা শব্দ পরবর্তী শূন্যস্থানের ব্যবহার ইত্যাদি লেখতত্ত্বের শৈলীগত দিক থেকে তাঁর কবিতাকে বিশ্লেষণ করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায়: গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা বাংলা কবিতার ধারায় শৈলীগত বিশিষ্টতা ও কাব্যচিন্তায় জয় গোস্বামীর কবিতার প্রেক্ষিতকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। জয় গোস্বামীর কবিতার জয়যাত্রা সত্তরের দশক থেকে শুরু হয়। প্রায় পাঁচ দশকের কাব্যপথে অসংখ্য কবি, কবিতা এসেছে। এসেছে নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তন। এই বিশাল সময় প্রেক্ষাপটে জয় গোস্বামীর কবিতার বিষয় নির্বাচন ও ভাষা ব্যবহার গত পাঁচ দশকের বাংলা কবিতায় ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এই অধ্যায়ে তাঁর কবিতার এই যাত্রাপথকে সময়কালের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। এরফলে বাংলা কবিতায় জয় গোস্বামীর স্থানটি বিষয়বস্তু ও ভাষাশৈলীগতভাবে খুঁজে দেখা সম্ভব হবে বলে মনে করছি।

উপসংহার: উপসংহার অংশে এসে আমরা কবি জয় গোস্বামী কবিতার ভাষাশৈলীগত নানাদিকের উন্মোচনের মাধ্যমে কবির কাব্যবিশিষ্টতাগুলো তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি। এই অংশে বিষয় ও শৈলীনির্ভর বৈশিষ্টকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে জয় গোস্বামীর কবিতার যাবতীয় মৌলিকতাকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি।

(৪)

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে আমরা জয় গোস্বামীর কবিতার শৈলীবিচারে অগ্রসর হয়ে সর্বমোট ৩৪টি কাব্যকে বিশ্লেষণে এনেছি। মূলত বিশ্লেষণাত্মক (Descriptive) পদ্ধতির মাধ্যমে তত্ত্ব আলোচনার মধ্য দিয়ে তথ্যকে মিলিয়ে দেখে কবিতার বিশিষ্টতাকে তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণা সন্দর্ভে।

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের জন্য প্রাপ্ত তথ্যের অধিকাংশ সংগৃহীত হয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি এবং গবেষণা কেন্দ্র, মালদা পুনশ্চ পুস্তক বিপণি থেকে। সাহায্য পেয়েছি আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. উর্বী মুখোপাধ্যায়ের থেকে। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের একাধিক গ্রন্থ তিনি গবেষণা-কর্মের জন্য বিভিন্ন সময়ে সরবরাহ করেছেন।

পূর্ববর্তী গবেষণার পুনর্মূল্যায়ন

মূল গবেষণাকর্মে প্রবেশের পূর্বে আমাদের জয় গোস্বামীকে নিয়ে লেখা ও আলোচনামূলক যাবতীয় বই, পত্রপত্রিকা, সাক্ষাৎকারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। সেইসূত্রেই আমরা সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়ন পর্বে এসে জয় গোস্বামীর কবিতার শৈলী বিষয়ক যে সমস্ত লেখালেখি পেয়েছি সে বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল-

কবি জয় গোস্বামীর কাব্যসৃষ্টি বিষয়ক একটি অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ বই হল- 'জয় গোস্বামী: বৈচিত্র্যের বিস্তারে' প্রকাশিত হয়েছে; সম্পাদনায় শুভাশিস চক্রবর্তী, জিৎ মুখোপাধ্যায়; প্রকাশক বুক ফার্ম। এই বইটিতে কবির কাব্যপরিক্রমা নানা প্রাবন্ধিকের লেখায় সমৃদ্ধ। কবির কাব্যভুবনের নানা দ্বার উদ্ঘাটন ও তার স্বরূপসন্ধান করা হয়েছে এই গ্রন্থে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বইটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশের নাম 'কাছের মানুষ'। ব্রাত্য বসুর কলমে জয় প্রজন্ম পুরুষ, সত্যদ্রষ্টা। ঋতুপর্ণ ঘোষের 'ফার্স্ট পার্সন' থেকে সিরিয়াল ও তথ্যচিত্রে জয়ের কবিতা-ভাবনা ব্যবহার ও স্মৃতিকথা উঠে এসেছে। দ্বিতীয় অংশের বিষয় চিঠি। শঙ্খ ঘোষ ও জয়ের চিঠির উত্তর-প্রত্যুত্তরে এক অটুট বন্ধনের চিত্র পাই। তৃতীয় অংশ 'কবিতার জয়'-এ চিন্ময় গুহ, সত্য গুহ, মধুমঙ্গল বিশ্বাস, রমাপ্রসাদ দে প্রমুখ প্রাবন্ধিকের লেখায় জয়ের প্রায় অধিকাংশ কাব্যের অন্তর্মুখ উন্মোচিত হয়েছে। রমাপ্রসাদ দে 'শৈলীকথন: জয় গোস্বামীর মাসিপিসি' শীর্ষক প্রবন্ধে একটি কবিতা নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ শৈলীতাত্ত্বিক পর্যালোচনা উপস্থাপিত করেছেন। সেখানে ধ্বনির 'স্বননশীলতা' (sonority) এবং 'সুরায়ণ' (intonation)- কে গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যশৈলীর অন্বেষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি বিখ্যাত এবং বহুল পরিচিত কবিতা ভিন্ন সমগ্র কাব্য ধরে ধরে ভাষাতাত্ত্বিক শৈলী আলোচনা বইটিতে নেই। বইটি মূলত জয় গোস্বামীর বহুরৈখিত কাব্যভুবনের বিচিত্র বিষয়ভাবনা ও কবির জীবনের নানাকথাকে বিশিষ্টজনের কলমে তুলে ধরেছে। দীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রোত্তর আলোকবৃত্তের তেরোজন কবি' নামক গ্রন্থের শেষতম প্রবন্ধ 'জয় গোস্বামী- স্বপ্ন ও বাস্তবের ধরা- অধরা রহস্যময় ভুবন'-এ জয়ের ছন্দভাবনার নানান খুঁটিনাটি বিষয়কে উল্লেখ করে রসবাদী আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটি আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে বলেই মনে করছি। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শৈলীবিজ্ঞানের নানাপ্রকার মানকগুলোকে

নিয়ে বাংলা সাহিত্যশৈলী পরিপুষ্ট হয়েছে। কবি শ্যামলকান্তি দাশের সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘কবিসম্মেলন’ পত্রিকায় একটি শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে কবি জয় গোস্বামীর কাব্যজীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন অভিরূপ মুখোপাধ্যায়। এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে প্রতিটি কাব্যের সময় ও বাস্তবতা, ছন্দ, প্রকরণ, শিল্প-আঙ্গিক বিষয়ক তথ্য। কবিতাগুলো গড়ে ওঠার ইতিহাসকেও তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের এই গবেষণার জন্য এই বিশেষ সাক্ষাৎকারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য আমরা পেয়েছি এখান থেকে। জয় গোস্বামীর কবিতার শৈলী বিষয়ক আলোচনা নেই এখানে। কাব্য উপাদান, কাব্য গড়ে ওঠার নানা তথ্য রয়েছে যা আমাদের শৈলীগত আলোচনাকে পুষ্ট করবে। জয় গোস্বামী বিষয়ক নানা সাক্ষাৎকার, কবিতা আলোচনা, আন্তর্জালিক প্রবন্ধ রয়েছে কিন্তু কবিতার শৈলী বিষয়ক সামগ্রিক গবেষণা, বিশ্লেষণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এখন পর্যন্ত জয় গোস্বামীর কবিতার শৈলীবিচারে সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণ চোখে পড়ে না। গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ‘শৈলীবিজ্ঞানের মানদন্ডে কয়েকটি বাংলা কবিতা’ (২০১২), সুব্রত রায়চৌধুরীর ‘একালের কবিতা বিষয় ও শৈলীতে’ (২০০৯), গালিবউদ্দিন মণ্ডল ‘কবিতার আশ্রয়: আশ্রয়ের কবিতা’ (২০১২) গ্রন্থে জয় গোস্বামীর পরিচিতি এবং বহুল প্রচারিত কবিতা ‘মালতিবালা বালিকা বিদ্যালয়’-এর শৈলীবিচার করেছেন। এইসব সাধারণ শৈলী বিষয়ক গ্রন্থে বরাবর শৈলীর সাধারণ কিছু মানক উঠে এসেছে। সমান্তরালতা, পুনরুক্তি, মিল-অমিল, বিচ্যুতি ইত্যাদি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে জয় গোস্বামীর কবিতার শৈলীভাবনার বিশিষ্টতা সর্বাঙ্গীন বাংলা কবিতার সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্মিত হয়নি কোথাও।

গবেষক কেশব মল্লিকের ‘জয় গোস্বামীর নির্বাচিত কবিতা: শৈলীগত অনুধাবন’ নামক এম.ফিল. সন্দর্ভটিতে জয় গোস্বামীর ‘ভুতুম ভগবান’ ও ‘ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা?’ এইদুটি নির্বাচিত কাব্যের সর্বমোট চোদ্দটি নির্বাচিত কবিতার শৈলীগত অনুধাবন করা হয়েছে। গবেষক উক্ত সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে জয় গোস্বামীর কবিতার কাব্যশৈলীর সাধারণ পরিচয় প্রদান করেছেন কিন্তু জয় গোস্বামীর কাব্যকবিতার ওপর সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণ নেই। নির্দিষ্ট কিছু কবিতানির্ভর গবেষণা হওয়ায় জয় গোস্বামীর কাব্যশৈলীর অসংখ্য দিক

উন্মোচিত হয়নি। জয় গোস্বামীর কবিতার বিষয়কেন্দ্রিক আলোচনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে 'The Vilence of Poetry and the Poetry of Vilence a Comparative study in the Poetry of three English and three Bengali language poets' শিরোনামে রাহুল আমিন মন্ডল তাঁর গবেষণা-সন্দর্ভের একটি অধ্যায়ে সিমাস হেনরি এবং জয় গোস্বামীর কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন প্রতিবাদ ও হিংসা বিষয়ক কবিতাকে শনাক্ত করে। জয় গোস্বামীকে নিয়ে এ-ছাড়া নির্দিষ্ট করে কোনো কাজ হয়নি।

নির্দিষ্ট কোনো কবির কবিতার শৈলীবিচার নিয়ে আমরা পেয়েছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীপালি রায়ের 'মধুসূদনের কবিভাষা' শিরোনামে গবেষণা সন্দর্ভ। উক্ত সন্দর্ভে মূলত মধুসূদন দত্তের কবিতার শব্দ ভাণ্ডার, নামধাতু, ক্রিয়া ব্যবহার ছন্দ ব্যবহার, ছন্দ ব্যবহার, রূপকল্প, অলংকার ব্যবহারকে তুলে ধরা হয়েছে। মূলত বাংলা ব্যাকরণকে কাজে লাগিয়ে কাব্যভাষার বিচার করা হয়েছে। গবেষক শ্বেতা চক্রবর্তী 'কবিতার শৈলী: বাংলা কবিচার বাচন বিশ্লেষণ' শিরোনামে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে করা গবেষণা-সন্দর্ভে মূলত কবিতা আন্দোলন, সত্তরের দশকের কবিতার বিষয় ও শৈলীবিচারের ক্ষেত্রে পুনরুক্তি, সমান্তরালতা, বিচ্যুতি, ছন্দ, প্রতিমা ব্যবহারকে দেখিয়েছেন। শৈলীতত্ত্বের নির্দিষ্ট কিছু কৌশলকে উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক শৈলীবিচার এবং নন্দনতাত্ত্বিক শৈলীবিচারকে কেন্দ্র করা কবিতার শৈলীর সামগ্রিক পরিসরকে খুঁজে পাওয়া যায়নি তাঁর গবেষণায়।

ইংরেজিতে কল্পনা পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ে অরুণ কুলকার্নি 'A Stylistic Analysis of a Few Poems by Kamala Das' শিরোনামে গবেষণা সন্দর্ভে শৈলীর নানাবিধ দিককে তুলে ধরেছেন। সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অজয় কুমার পণ্ডা তাঁর 'Style as Meaning: A Stylistic Analysis of W.H. Auden's Poems' শিরোনামে গবেষণা সন্দর্ভে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব সমেত সাহিত্য-সমালোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে অডেনের কবিতার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয় কোলাপুরে জে. বি. পাতিল 'A Stylistics Study of Sarojini Naidu's Poetry' শিরোনামে গবেষণা সন্দর্ভে নির্দিষ্ট কবিতা ধরে শৈলীতাত্ত্বিক

আলোচনা করেছেন। বিষয় এবং শৈলীকেন্দ্রিক আলোচনায় ইন্ট্রিগ্রাল বিশ্ববিদ্যালয় লক্ষনৌ তাবিদ্র শামিম 'A Thematic and Stylistic Study of Vikram Seth's Poetry' শিরোনামে গবেষণা সন্দর্ভে শৈলীর ভাষা-নান্দনিক দিককে তুলে ধরেছেন। কর্ণাটকের কুভেম্পু বিশ্ববিদ্যালয়ে জি. এম. টুংগেশ 'The Poetic Style of Nissim Ezekiel: A Study in Linguistic-Pedagogical Aproach' শিরোনামে গবেষণা সন্দর্ভে কবিতার শৈলী আলোচনার ইতিহাসকে তুলে ধরে নিসিম ইজিকিয়েলের কবিতার শৈলীবিচার করেছেন। মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে সুধা মিশ্রা 'The Poetry of A.K. Ramanujan: A Stylisic and Structural Study' শিরোনামে গবেষণা-সন্দর্ভে ক্রিয়াপদের গঠন, বাক্যের গঠন, বিচ্যুতি, সমান্তরালতা, শব্দার্থতত্ত্ব ইত্যাদি বিশেষ কিছু দিককে দেখিয়েছেন। ইংরেজিতে এরকম অসংখ্য শৈলীনির্ভর গবেষণায় বিশেষ বিশেষ কবির কাব্যশৈলীর বিচার করা হয়েছে পাশ্চাত্য শৈলীবিজ্ঞানের মাধ্যমে।

জয় গোস্বামীর কবিতার শৈলীনির্ভর আলোচনা ছাড়াও বাংলা ও ইংরেজিতে কবিতার শৈলী বিষয়ক অসংখ্য আলোচনা রয়েছে। বাংলা শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনায় আমরা পেয়েছি কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক বই। সংস্কৃত ও বাংলাতে শৈলীতত্ত্ব নামে স্বতন্ত্র ঘরানা তৈরি না হওয়ায় কাব্যতত্ত্বের অংশ হিসেবেই শৈলীর নানা বিষয়কে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা কবিতার শৈলী বিষয়ক আলোচনায় শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'স্টাইলিস্টিক ও বাঙলা কবিতা' (১৯৮৫), শিশিরকুমার দাশের 'কবিতার মিল ও অমিল' (১৯৮৭), সুভাষ ভট্টাচার্যের 'ভাষা সাহিত্য শৈলী' (১৯৯৭), মঞ্জুলা বেরার 'বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষাশৈলী' (১৯৯৯) গ্রন্থগুলো অন্যতম। উক্ত গ্রন্থগুলোতে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব সমেত শৈলী আলোচনায় সমান্তরালতা, বিপ্রতীপতা, ধ্বনিগত মিল-অমিল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কন, ভারতচন্দ্র থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ এক বিস্তৃত ধারায় কবিতার শৈলীবিচার করা হয়েছে। প্রণয়কুমার কুণ্ডু তাঁর 'রীতি থেকে রীতিবিজ্ঞান' গ্রন্থে শৈলীবিজ্ঞানের প্রায়োগিক প্রণালীতত্ত্বকে নির্দিষ্ট কিছু মানক দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। বাক্যনির্মিত, শব্দ নির্মিতি, বাক্যবিন্যাস, ব্যাকরণ, বিচ্যুতি, অলংকারতত্ত্ব, পরিসংখ্যানতত্ত্ব ইত্যাদি। এই বাক্যনির্মিতি, বাক্যবিন্যাসের ক্ষেত্রে আন্বয়িক শৈলী ভূমিকা

রাখে যেখানে প্রমুখন, বিচ্যুতি, বিপ্রতীপতা, সমান্তরালতার মতো শৈলীগত তত্ত্বের ব্যাখ্যা পাচ্ছি। আবার শব্দ নির্মিতির ক্ষেত্রে ধ্বনিগত প্রসঙ্গ, ব্যাকরণিক প্রসঙ্গে রূপতত্ত্ব ভূমিকা রাখে। অপূর্বকুমার রায়ের 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৮৯) কবিতার শৈলী আলোচনার একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কবির ভাষা: কবিতার ভাষা (২০০১) কবিতার ভাষাশৈলীর অনুভবগম্য মনোনিবেশ। পবিত্র সরকারের 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি' (২০০২) গ্রন্থে বাংলা কবিতার ভাষা, বাংলা কবিতার মিল, জীবনানন্দের কাব্যভাষা আলোচনায় তৎসম-তদ্ভব-দেশি-বিদেশি শব্দ ব্যবহার, সাধু-চলিতের ব্যবহার, প্রমুখন, নির্বাচন, বাক্যভঙ্গি, অন্বয় ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আধুনিক শৈলীতাত্ত্বিক নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ রয়েছে। অভিজিৎ মজুমদার-এর 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব' (২০০৭) গ্রন্থটি শৈলী আলোচনার অন্যতম প্রধান নির্ভরযোগ্য আকর রূপে উঠে এসেছে। উক্ত গ্রন্থে সাহিত্যতত্ত্ব-শৈলীবিজ্ঞানের নিরিখে কবিতার বিশ্লেষণের উদাহরণ রয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য তাঁর 'কবিতার অন্বয় সাংগীতিক প্রতিভাস' (২০০৯) গ্রন্থে কবিতার অন্বয়, সমান্তরালতা এবং কবিতার ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সাম্প্রতিককালে দীপায়ন প্রামাণিক এবং প্রণব নস্করের সম্পাদনায় পবিত্র সরকারের ভূমিকা রচনায় 'দিৎসা' (২০২০) নামক শৈলী বিষয়ক সংখ্যাটিতে শৈলীবিজ্ঞানের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য তত্ত্বমূলকতায় মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে আধুনিক কবিতার নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে শৈলীতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ রয়েছে। এখানে মূলত কবিতার এছাড়া অসংখ্য পত্রপত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিনে কবিতার শৈলী বিষয়ক নানা তথ্য, মননঋদ্ধ প্রবন্ধ রয়েছে যার উল্লেখ করা একটি আলাদা গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

ইংরেজিতে 'শৈলীবিজ্ঞান' আলাদা বিষয় হিসেবে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। শৈলীবিজ্ঞানের ওপরে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কবিতার শৈলীর ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকেরা কবিতার বিষয়ের চেয়ে কবিতার ভাষাশরীরকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক এই দু'দিক থেকে আলোচনা করেছেন। আমরা এই তত্ত্বনির্ভর শৈলী আলোচনায় ভাষার ক্ষেত্রে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব ছাড়াও নান্দনিক দিক তথা-ছন্দ, অলংকার, লেখতত্ত্বের জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে গিয়ে প্রচুর ইংরেজি গ্রন্থের

উল্লেখ পেয়েছি। গ্রাহাম হগ, রেনে ওয়েলেক, স্টিফেন উলম্যান, নোয়াম চমস্কি, শ্রীবাস্তব প্রমুখেরা ভাষার বিশেষ বিশেষ দিককে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই ভাষাতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের মাধ্যমে শৈলীর ঐক্যকে সংগঠিত করে নির্দিষ্ট কিছু শৈলীগত প্রক্রিয়া। সাহিত্যের শৈলীতাত্ত্বিক বিচারে রুশ প্রকরণবাদীরা অ-পরিচিতিকরণ (De-familiarization), বিচ্যুতি (Deviation), প্রমুখণ (Foregrounding), সমান্তরালতা (Parallelism), সংসক্তি (Cohension) ইত্যাদি বিষয়কে তুলে ধরেন। গারভীনের 'A Prague school readers on esthetics, literary structure and style' (1964), মুকারোফস্কির 'Standard Language and Poetic Language' (1964), অরলীচের 'Russian formalism: history-doctrine' (1965) ভ্যান পীয়রের 'Stylistics and Psychology: investigations of foregrounding' (1986), হ্যালিডে এবং হাসানের 'Cohesion in English' (1976) এরকম অসংখ্য গ্রন্থে এই বিশেষ দিকগুলোর আলোচনার মাধ্যমে কবিতার ভাষায় আশ্চর্ময়তার সন্ধান করা হয়েছে। কবিতার ভাষা প্রকরণের বাইরে বিভিন্ন শৈলী কৌশলে চিত্রকল্প, প্রতীক, ছন্দ, অলংকার ব্যবহারে কবিতাকে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরা হয়। পুনরুক্তি, সমান্তরালতা, বিপ্রতীপতার মতো শৈলীগত কৌশলগুলোও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। পি. এস. মিশ্রের 'An Introduction to stylistics' (2009), টেকলুর 'Style and Analysis of Poetry' (1998), লীচের 'Linguistic Guide to English Poetry' (1969), শর্টের 'Exploring the Language of Poems, Plays and Prose' (1996) ইত্যাদি গ্রন্থে এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। চমস্কির 'Aspects of the Theory of Syntax' (1965) তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে কবিতার বাক্যতত্ত্ব, আন্বয়িক গঠনের দিক নিয়ে শৈলীগত আলোচনায় এসেছে 'সঞ্জননী ব্যাকরণ' (Generative Grammar)। ফাউলারের 'Linguistics and the Analysis of Poetry' (1967), স্যামুয়েলের 'Linguistics Structures in Poetry' (1962), জন বি'র 'Syntax and Phonology in Poetic Style' (1966), থর্নের 'Poetry, Stylistics and Imaginary Grammar' (1970), এঙ্কভিস্টের 'Linguistic Stylistics' (1973), ডেভির 'Articulate Energy: An Enquiry into the Syntax

of English Poetry' (1995) ইত্যাদি রচনায় কবিতার আন্বয়িক শৈলীকে তুলে ধরা হয়েছে। ভাষার বিভিন্ন উপাদান, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব, অন্বয়ের ওপর আলাদাভাবে পাশ্চাত্যে প্রচুর কাজ হয়েছে। এ-ছাড়া চিত্রকল্প, ছন্দ, অলংকার নির্ভর কাজ রয়েছে। ডেরেকের 'The Rhythms of English Poetry' (1982), 'Poetic Rhythm' (1995); শ্রীবাস্তবের 'Shaili-vigyan' (1972)। ভাষার দর্শন, মনস্তত্ত্বের ওপরও কাজ হয়েছে। রোলা বার্থ, দেরিদা, মিশেল ফুঁকো, ভিটগেনস্টাইন প্রমুখ বিশিষ্ট তাত্ত্বিকের ভাষা-দর্শন বিষয়ক আলোচনা রয়েছে যা শব্দ-অর্থের জগতকে অনুধাবন করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে কবিতার শৈলী আলোচনায় উঠে আসে। বাংলায় এই বহু বিস্তৃত ধারা কবিতারশৈলীচর্চায় লক্ষ করা যায় না। এছাড়া আমরা জানি, সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক শৈলী বিশ শতকে এক প্রধান সমালোচনামূলক ধারার সৃষ্টি করেছে। বাংলা ভাষায় এই সমালোচনাতত্ত্ব কবিতার আলোচনায় জায়গা করে নিয়েছে কিন্তু শৈলীবিজ্ঞানের বিভিন্ন মানক, লক্ষণ ধরে কাজ নেই। বাংলা কবিতার শৈলীবিচারে মূলত ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্বকে সামনে রেখে ব্যাকরণকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে। বিচ্যুতি, সমান্তরালতা, বিপ্রতীপতা, প্রমুখনের মতো বিষয়গুলোকে নিয়ে বিস্তারিত গবেষণাও কম। আমাদের এই গবেষণায় জয় গোস্বামীর কবিতার শৈলীবিচার সন্দর্ভটিতে পাশ্চাত্য শৈলীর বিভিন্ন দিকের ব্যবহারকে তুলে ধরার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

শৈলী আলোচনার লক্ষণ এবং মানকগুলোকে ভিত্তি করে বাংলা কবিতার শৈলীর কিছু বিশেষ উদাহরণকে সামনে রেখেই আমরা জয় গোস্বামীর কবিতার শৈলীবিচার করব। বাংলা ভাষায় কবিতার শৈলীর প্রায় সমস্ত দিকেরই প্রসঙ্গভিত্তিক উল্লেখ করার পরিকল্পনা রয়েছে এই সন্দর্ভে। বাংলা কবিতার শৈলীবিচারে ভাষাতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্ব উভয় দিককে নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা প্রায় নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে 'জয় গোস্বামীর কবিতার শৈলীবিচার' (১৯৭৭-২০১৪) সন্দর্ভটি সেই শূন্যতা পূরণ করবে বলে মনে করছি।